রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ৪, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ কার্তিক ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/৩০ অক্টোবর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯২-আইন/২০০৮।—পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৩১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অনুমোদিত যানবাহন" অর্থ পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের সুবিধা সম্পন্ন আবৃত যানবাহন (Well ventilated covered van) বা কীটপতঙ্গ নিরোধক জাল বা মশারি দ্বারা উপযুক্তভাবে আবৃত যানবাহন বা জলযান; এবং

(খ) "আইন" অর্থ পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন);

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঘ) "দুধ" অর্থ সুস্থ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বাচ্চা জন্মের প্রথম চার দিনের দুধ ব্যতীত নিঃসরিত স্বাভাবিক মানসম্পন্ন পরিস্কার এবং ভেজালমুক্ত দুধ;

(ঙ) "নিবন্ধন" অর্থ আইনের ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন নিবন্ধন;

মূল্য ঃ টাকা ৩৪.০০

(চ) "পশু" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (গ) তে সংজ্ঞায়িত পশু;

(ছ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম; এবং

(জ) "রোগ" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঙ) তে সংজ্ঞায়িত রোগ ।

৩। **পশুরোগসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ও অবহিতকরণ, ইত্যাদি** ।—(১) পশুরোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে রোগের প্রাদুর্ভাবের হার এবং জনস্বাস্থ্য ও পশুস্বাস্থ্যের উপর উহার প্রভাব বিবেচনাক্রমে, তফসিল-**১** এ উল্লিখিত পশুরোগসমূহ যথাক্রমে ক, খ ও গ শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে ।

(২) বাংলাদেশের কোন এলাকায় এই বিধিমালার তফসিল-**১** এ উল্লিখিত শ্রেণীর পশুরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে পশুরোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন, যথা ঃ—

(অ) ক শ্রেণী- রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার সময় হইতে অনধিক ২ ঘন্টা;

(আ) খ শ্রেণী- রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার সময় হইতে অনধিক **১**২ ঘন্টা; এবং

(ই) গ শ্রেণী- রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার সময় হইতে অনধিক ২৪ ঘন্টা ।

(৩) কোন রোগের প্রাদুর্ভাব যদি প্রায়শঃ না হয় এবং স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় বেশি না হয়, কিন্তু সীমিত সংখ্যক পশুর ক্ষেত্রে উহার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে মাসিক ভিত্তিতে মহাপরিচালকের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন ।

(৪) যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত রোগটির অস্তিত্ব বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে নাই, তাহা হইলে রোগটির প্রাদুর্ভাবের অনধিক দুই ঘন্টার মধ্যে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং মহাপরিচালক সময় সময়, পূর্বের পাঁচ বৎসরের রোগের ইতিহাস বিশ্লেষণপূর্বক বা উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিশ্লেষণ করাইয়া বিভিন্ন রোগের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রাদুর্ভাবের হার নির্ধারণপূর্বক উক্ত রোগ সম্পর্কে সকল ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন ।

৪। **পশুরোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কিত তথ্য** ।—বিধি **৩** এর অধীন পশুরোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ফরম-**১** এ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত ফরম-**১** এর একটি কপি মহাপরিচালকের নিকট জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করিবেন ।

৫। **রোগাক্রান্ত পশু পৃথকীকরণ ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা** ।—ভেটেরিনারি কর্মকর্তা তফসিল-২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক রোগাক্রান্ত পশু পৃথকীকরণের জন্য পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করিবেন ।

৬। **সংক্রমিত এলাকা ঘোষণার বহুল প্রচার।**—(১) মহাপরিচালক, কোন এলাকা সংক্রমিত ঘোষণা করিবার পর রেডিও, টেলিভিশন, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ইন্টারনেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, কিংবা পোস্টার, চিহ্ন প্রদর্শন, মাইকিং করিয়া বা জনসংযোগ করিয়া বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রচারকালে সংক্রমিত এলাকায় করণীয়, নিষিদ্ধ এবং সাধারণভাবে খেলাধুলা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন পশু বাজার, পশুমেলা, পশু প্রদর্শনী বা অন্য কোনভাবে পশুর কেন্দ্রীভূতকরণ, সংঘবদ্ধকরণ বা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখ করিবেন।

৭। **সংক্রমিত এলাকার ভিতরে রেলওয়ে বা অন্য কোন যানবাহনে পশু বা পশুজাত পণ্য পরিবহনের শর্তাবলী।**—সংক্রমিত এলাকার ভিতরে রেলওয়ে বা অন্য কোন যানবাহনে পশু বা পশুজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সকল পণ্য নিশ্ছিদ্র ভ্যান বা কন্টেইনারে পরিবহন করিতে হইবে;

(খ) যে সমস্ত পণ্য পচনশীল তাহা শীতলীকৃত (cool) ভ্যান বা কন্টেইনারে শীতল অবস্থায় পরিবহন করিতে হইবে;

(গ) পশু পণ্য বোঝাই করিবার পূর্বে ভ্যান বা কন্টেইনার উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে; তবে জীবাণুমুক্তকরণের প্রক্রিয়ায় যাহাতে পণ্যের গুণগত মান নষ্ট না হয় বা পণ্যটি জনস্বাস্থ্য, পশুস্বাস্থ্য ও সামগ্রিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং পণ্যটি যাহাতে কোনভাবেই জীবাণুনাশকের সংস্পর্শে না আসে তাহাও নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) যে সকল রোগের কারণে কোন অঞ্চলকে সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই সকল রোগ বা রোগসমূহের বিরুদ্ধে যদি দেশে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা থাকে, তবে পশু পরিবহনের পূর্বে টিকা প্রদান করিতে হইবে এবং টিকা প্রদানের দিবসটি এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যেন পরিবহনের সময় উক্ত পশুর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়;

(ঙ) যে রোগ বা যে সকল রোগের বিরুদ্ধে টিকাদানের ব্যবস্থা নাই, সেই সকল রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা করা হইলে উক্ত এলাকার মধ্য দিয়া ঐ রোগের বাহক হিসাবে কাজ করিতে পারে এইরূপ পশু পরিবহন করা যাইবে না;

(চ) সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া পরিবহনের সময় উক্ত এলাকা হইতে কোন পশু খাদ্য বা পানীয় বা অন্য কোন ব্যবহার্য সংগ্রহ করা যাইবে না;

(ছ) পশু পরিবহনকারী যানবাহন সংক্রমিত এলাকায় প্রবেশের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে সংক্রমিত এলাকা হইতে রোগমুক্ত এলাকায় প্রবেশের পূর্বে যানবাহন জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে;

(জ) সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া পশু পরিবহন করা হইলে উক্ত পশুকে আলাদা শেডে রাখিয়া পশুর গন্তব্য স্থলের ভেটেরিনারি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সঙ্গনিরোধ করিতে হইবে;

(ঝ) যে এলাকায় পশু বোঝাই করা হইয়াছে সেই এলাকার ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, তদ্‌কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা উল্লেখপূর্বক ফরম-২ এ একটি স্বাস্থ্য সনদপত্র প্রদান করিবেন, যাহা যানবাহনের চালক পরিবহনকালে সংরক্ষণ করিবেন এবং পশু অবতরণের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করিবেন; এবং

(ঞ) দায়িত্বপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যাবতীয় কাগজপত্র ও পশু পরীক্ষার পর সঙ্গনিরোধের নির্দেশনাসহ ফরম-৩ এ একটি ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।

৮। **টিকা প্রদান পদ্ধতি**।—মহাপরিচালক রোগের প্রকৃতি ও প্রাদুর্ভাবের হার বিবেচনাপূর্বক তফসিল-১ এ বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর রোগ সম্পর্কে টিকা দানের পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। **পশুরোগ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ**।—(১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা পশুরোগ পরীক্ষার জন্য তফসিল-৩ এ বর্ণিত রোগের পার্শ্বে বিধৃত নমুনা সংগ্রহ করিবেন, বা ক্ষেত্রমত, করাইবার আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী সংগৃহীত নমুনা তফসিল-৪ এ বর্ণিত রোগের বিপরীতে উল্লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রেরণ ও পরীক্ষার ব্যয় সরকার কর্তৃক বহন করা হইবে।

১০। **পোস্টমর্টেম পরীক্ষা**।—(১) কোন রোগাক্রান্ত পশু মারা গেলে উক্ত পশুররোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পশুর পোস্টমর্টেম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা পোস্টমর্টেম পরীক্ষার ফলাফল ফরম-৪ এ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পোস্টমর্টেমে কোন রোগের নমুনা পাওয়া গেলে এবং উক্ত নমুনা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন মনে করিলে, তিনি সংশ্লিষ্ট নমুনাসহ এতদ্‌সঙ্গে পূরণকৃত ফরম-৪ ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করিবেন।

(৩) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পূরণকৃত ফরম-৪ এর একটি কপি স্বীয় কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন।

১১। **রোগাক্রান্ত মৃত অথবা জীবিত পশু অপসারণ।**—রোগাক্রান্ত মৃত অথবা জীবিত পশু অপসারণের জন্য ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, যথা ঃ—

(অ) **পুঁতিয়া ফেলার পদ্ধতি ঃ**

(ক) পুঁতিয়া ফেলার স্থানটি এমন জায়গায় হইতে হইবে যাহাতে গর্ত খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি, পশুর মৃতদেহসহ অন্যান্য জিনিসপত্র রোগ বিস্তারের আশংকা সৃষ্টি না করিয়া উক্ত স্থানে নেওয়া যায়;

(খ) পুঁতিয়া ফেলার স্থানটি অবশ্যই পানির উৎস, নলকূপ বা পানির কুয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে হইতে হইবে;

(গ) গর্ত খুঁড়িবার স্থান নির্বাচনের পূর্বে পানির স্তর, বায়ু প্রবাহ, জন বসতি, রাস্তাঘাট, মৃত্তিকার ধরণ বিবেচনা করিতে হইবে এবং গর্ত খুঁড়িবার জায়গা এমন স্থানে হইতে হইবে, যাহাতে গর্ত খুঁড়িবার পর গর্তে পানি উঠিয়া না যায়;

(ঘ) গর্তটি খামারের ভিতরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তবে, খামারে গর্ত খুঁড়িবার স্থান না থাকিলে খামারের বাহিরে উপযুক্ত জায়গায়ও গর্ত করা যাইবে;

(ঙ) গর্তটি জনবসতি হইতে ন্যূনতম ২৫০ মিটার দূরে হইতে হইবে;

(চ) গর্তের চারপাশে প্রয়োজন অনুযায়ী বেষ্টনী দিতে হইবে;

(ছ) মাটি অপসারণের জন্য গর্তের আকার অনুযায়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিতে হইবে এবং যে সব ক্ষেত্রে খনন যন্ত্র ব্যবহার করা আর্থিক ও অন্যান্য বিবেচনায় সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে খনন যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে;

(জ) খনন যন্ত্র ব্যবহার সম্ভব না হইলে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে; এবং

(ঝ) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উপযুক্ত জীবাণুনাশক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করিবার পর অন্যত্র স্থানান্তর করিতে হইবে; এবং

(আ) **গর্তের আকার ঃ**

(ক) পশুভেদে প্রতিটি গর্তের আয়তন ১—৫ কিউবিক মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়;

(খ) মৃত পশুর উপরিভাগ ২ মিটার বা ৬ ফুট মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে এবং গ্যাসে ফুলিয়া যাইবার কারণে মৃত পশু গর্তের মাটি ভেদ করিয়া যাহাতে উপরে উঠিয়া না আসে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(গ) পশুর বর্জ্য, বিছানা ইত্যাদি সম্ভব হইলে একই গর্তে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

(ই) **পোড়ানোর মাধ্যমে অপসারণ ঃ**

(ক) পশু যদি গর্তে অপসারণ করা সম্ভব না হয় তবে ইনসিনারেটর বা জনপদ হইতে দূরে কোন স্থানে উহা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

(খ) আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন বিছানা ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ মাটিতে পুঁতিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

১২। **সংক্রমিত এলাকায় পশু বাজারজাতকরণ পদ্ধতি।**—যে রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে, যদি কোন পশুকে উক্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হইয়া থাকে এবং টিকা প্রদানের ফলে উক্ত পশুর মধ্যে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে, এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পশু পরীক্ষার পর যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, পশুটি বাজারজাত করা যাইবে, তাহা হইলে তিনি সংক্রমিত এলাকার ভিতরে পশুটি বাজারজাতকরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পশু বাজারজাতকরণের পূর্বে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক ফরম-৫ এ প্রদত্ত টিকা প্রদানের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্ত পশুকে কোন অবস্থায়ই সংক্রমিত এলাকার বাহিরে বাজারজাত করা যাইবে না।

১৩। **সংক্রমিত এলাকায় পশুজাত পণ্য বাজারজাতকরণ।**— যে ক্ষেত্রে পশু রোগাক্রান্ত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংক্রমিত এলাকার কোন পশু হইতে কোন পণ্য বাজারজাত করা ঝুঁকিপূর্ণ নহে, তাহা হইলে তিনি সংক্রমিত এলাকায় উক্ত পশুজাত পণ্য বাজারজাতকরণের অনুমতি দিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ পণ্য সংক্রমিত এলাকার বাহিরে বাজারজাত করা যাইবে না।

১৪। **কাঁচা বাজারে পশু, পাখি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়।**—(১) কোন ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত পাখি, হাঁস-মুরগি ও উহার ডিম, কাঁচা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(২) বিক্রেতা কোন খামার হইতে পাখি, হাঁস-মুরগি বা ডিম ক্রয় বা সংগ্রহ করিয়াছে তাহার মূল রশিদ বা চালান সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি ফেরি করিয়া কোন রোগাক্রান্ত পাখি বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(৪) বিক্রেতা প্রতিদিন পাখি, হাঁস-মুরগি, ডিম বিক্রয় শেষে উহার বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট স্থানে অপসারণ করিবেন এবং বিক্রয়স্থল ও ব্যবহৃত পোল্ট্রি ইকুইপমেন্ট পরিষ্কারপূর্বক জীবাণুনাশকের মাধ্যমে স্প্রে করিবেন।

১৫। **রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগি ও উহার ডিম, বা উহার বাচ্চা ধ্বংসকরণ পদ্ধতি।**—আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা তফসিল-৫ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক রোগাক্রান্ত পাখি, হাঁস-মুরগি, উহার ডিম, বাচ্চা বা অন্য কোন সামগ্রী ধ্বংস করিতে বা করাইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৬। **পশু জব্দকরণ পদ্ধতি।**—(১) আইনের ধারা ১৪ এর বিধান অনুসারে জব্দকৃত পশুর হিসাব সংরক্ষণের জন্য ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ফরম-৬ এ জব্দকৃত পশুর বিবরণ সম্বলিত একটি রেজিস্টার এবং ফরম-৭ এ জব্দকৃত পশুর ব্যয় নির্বাহের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(২) পশু জব্দকরণের ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি জব্দকৃত পশুর মালিকানা দাবী না করে বা মালিক খুঁজিয়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে, উক্ত পশু প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে হইবে এবং বিক্রিত অর্থ হইতে উক্ত পশু বাবদ খরচকৃত সমুদয় ব্যয় সমন্বয়পূর্বক অব্যয়িত অংশ চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৭। **মালিকের নিকট জব্দকৃত পশু ফেরত প্রদানের পদ্ধতি।**—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক জব্দকৃত পশুর মালিকানা দাবীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরের নিকট হইতে দাবীকৃত পশুর বর্ণনাসহ একটি সার্টিফিকেট ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত বর্ণনার সহিত যদি উক্ত জব্দকৃত পশুর মিল থাকে এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যদি সাক্ষ্য প্রমাণে এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, জব্দকৃত পশুটির মালিক দাবীকারী ব্যক্তি, তাহা হইলে উক্ত জব্দকৃত পশু উক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন জব্দকৃত পশু ফেরত প্রদানের সময় উহার মালিকের নিকট হইতে একশত পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে উপযুক্ত দুইজন সাক্ষীসহ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহাতে পশুর মালিকের নাম, ঠিকানা ও পশুর বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) জব্দকৃত পশু, উহার মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা তাহার নিকট হইতে প্রতিনিধির নিকট ফেরত প্রদানের সময়, সংশ্লিষ্ট পশু গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে উক্ত পশুর জব্দকালীন ব্যয়িত সকল অর্থ পরিশোধের রশিদ প্রদর্শন ও জমাদান করিতে হইবে এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্তরূপ রশিদ স্বীয় কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন।

১৮। **পশু হাসপাতাল, গবাদি পশুর খামার ইত্যাদি নিবন্ধনের পদ্ধতি ও শর্তাবলী।**—(১) পশু হাসপাতাল, গবাদি পশুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, প্রজননের উদ্দেশ্যে শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রজননের উদ্দেশ্যে কোন গরু, মহিষ, ষাঁড়, পাঁঠা, ছাগী ইত্যাদি নিবন্ধনের জন্য তফসিল-৬ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের নিকট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফরম ৮ক, ৮খ, ৮গ, ৮ঘ, ৮ঙ, ৮চ, ৮ছ, ৮জ বা ৮ঝ পূরণপূর্বক আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিবন্ধন প্রাপ্তির লক্ষ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তফসিল ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ, ৭ঝ, ৭ঞ বা ৭ট তে উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক ভেটেরিনারি কর্মকর্তা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক তফসিল ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ, ৭ঝ, ৭ঞ বা ৭ট এ উল্লিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবেন।

(৪) যদি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান তফসিল ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ, ৭ঝ, ৭ঞ বা ৭ট তে, ক্ষেত্রমত প্রযোজ্য, শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক বা ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির ফরম-৯ এ নিবন্ধন করা যাইবে।

১৯। **নিবন্ধনের মেয়াদ, নবায়ন, ফিস ইত্যাদি।**—(১) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন এর মেয়াদ হইবে নিবন্ধনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর।

(২) নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্যূন তিন মাস পূর্বে নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিলে তিনি নবায়নের জন্য জরিমানাসহ অনধিক তিন মাস সময় সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) নিবন্ধন ও নবায়ন ফিস সরকার সময় সময় গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারণ করিবে।

২০। **প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সময়।**—(১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, আইনের ধারা ২৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জরুরী ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন খামার, পশু রাখিবার স্থান, ভূমি, দালানকোঠা, পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা বা অন্য কোন স্থান বা যানবাহনে প্রবেশ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে কোন সময় উপরি-উল্লিখিত এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত এলাকায় প্রবেশের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত এলাকায় প্রবেশ করিবার পূর্বে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, তাহার সহকর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন।

২১। **অর্থ জমাদান।**—এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত অর্থ, ক্ষেত্রমত, সমন্বয়ের পর সরকারী বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হইবে।

তফসিল ১

পশুরোগের শ্রেণীবিন্যাস

[বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	রোগের নাম	
	বাংলা	ইংরেজী
ক শ্রেণী		
১	ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ (ক্ষুরা রোগ)	Foot and Mouth Disease (FMD)
২	রিন্ডারপেস্ট	Rinderpest
৩	ভেসিকিউলার স্টোমাটাইটিস	Vesicular Stomatitis
৪	পেস্টি ডেস পেটিট্স রুমিন্টেস (পিপিআর)	Peste des petits Ruminants (PPR)
৫	গোট পকস	Goat Pox
৬	ভেড়ার পকস	Sheep Pox
৭	নিউক্যাসাল ডিজিজ (রাণীক্ষেত)	Newcastle Disease (Ranikhet)
৮	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা	Avian Inifluenza
খ শ্রেণী		
৯	রেবিস (জলাতংক)	Rabies
১০	এ্যানথ্রাক্স (তড়কা)	Anthrax
১১	ব্ল্যাক কোয়ার্টার (বাদলা)	Black Quarter
১২	হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া (গলাফুলা)	Haemorrhagic Septicamia
১৩	ফাউল পকস (মুরগীর বসন্ত)	Fowl Pox
১৪	ম্যারেক্স ডিজিজ	Marek’s Disease
১৫	গামবোরা ডিজিজ	Gumboro Disease
১৬	ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিস (ডাক প্লেগ)	Duck Viral Enteritis (Duck Plague)
১৭	পোলারাম ডিজিজ	Pullorum Disease
১৮	ফাউল কলেরা	Fowl Cholera
১৯	ব্রুসেলোসিস	Brucellosis
২০	টিউবারকোলোসিস	Tuberculosis
২১	জোনস্ ডিজিজ	Johne’s Disease

	বাংলা	ইংরেজী
২২	কন্টাজিয়াস বোভাইন প্লুরো নিউমোনিয়া	Contagious Bovine Pleuropneumonia
২৩	বোভাইন জেনিটাল ক্যামফাইলো-ব্যাকটেরিওসিস	Bovine Genital Compylo- Bacteriosis
২৪	ভিব্রিওসিস	Vibriosis
২৫	ল্যাপ্টোস্পাইরোসিস	Leptospirosis
২৬	বোভাইন ভাইরাল ডায়রিয়া	Bovine Viral Diarrhoea
২৭	ম্যালিগন্যান্ট ক্যাটারাল ফিভার	Malignant Catarrhal Fever
২৮	ল্যাম্পি স্কীন ডিজিজ	Lumpy Skin Disease
২৯	ইনফেকসাস বোভাইন রাইনেট্রাকিয়াইটিস (আইবিআর)	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)
৩০	বোভাইন ভাইরাল লিউকোসিস	Boivne Viral Leukosis
৩১	ট্রিপেনোসোমিয়াসিস	Trypanosomiasis
৩২	ট্রাইকোমোনিয়াসিস	Trichomoniasis
৩৩	বেবিসিওসিস	Babesiosis
৩৪	এনাপ্লাজমোসিস	Anaplasmosis
৩৫	থাইলেরিয়াসিস	Theileriasis
৩৬	ওয়ার্বল ফ্লাই (হাইপোডারমা বোভিস এন্ড ব্লিনেটাম)	Warble Fly (Hypoderma Bovis and Blineatum)
৩৭	ডারমাটোমাইকোসিস	Dermatomycosis
৩৮	গ্ল্যান্ডার্স	Glanders
৩৯	আফ্রিকান হর্স সিকনেস	African Horse Sickness
৪০	ইনফেকসাস ইকোয়াইন এনসেফালোমাইলাইটিস	Infectious Equine Encephalomyelitis
৪১	ইপিজুটিক লিমফেন্জাইটিস্	Epizootic Lymphangitis
৪২	ইকোয়াইন ইনফেকসাস এনিমিয়া	Equine Infectious Anemia
৪৩	জাপানিজ বি-এনসেফালাইটিস	Japanese B-encephalitis
৪৪	পাসচুরেলোসিস	Pasteurellosis
৪৫	কন্টাজিয়াস ক্যাপরাইন প্লুরোনিউমোনিয়া	Contagious Caprine Pleuropneumonia
৪৬	ভিবরো ফিটাস	Vibrio foetus
৪৭	কিউ ফিবার	Q. fever
৪৮	কন্টাজিয়াস পাস্চোলার ডার্মাটাইটিজ	Contagious Puslular Dermatitis
৪৯	ব্লু টাং	Blue Tongue

	বাংলা	ইংরেজী
৫০	মেইডি/ভিস্না	Maedi-Visna

৫১	এডিনোম্যাটোসিস	Adenomatosis
৫২	স্ক্র্যাপি	Scrapie
৫৩	সোয়াইন ইরিসিপেলাস	Swine-Erysipelas
৫৪	ইনটেসটাইনাল সালমোনেলা ইনফেকশন	Intestinal Slamonella Infection
৫৫	ভেসিকিউলার এক্সেনথিমা	Vesicular Examthema
৫৬	ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার	Classical Swine Fever
৫৭	আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার	African Swine Fever
৫৮	ওয়েজেসকিস ডিজিজ	Aujeszky’s Disease
৫৯	এট্রোফিক গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস	Atrophic Gastro Enteritis
৬০	ক্যানাইন পারবোভাইরাস ইনফেকশন	Canine Parvovirus Infection
৬১	ক্যানাইন হারপেসভাইরাল ইনফেকশন	Canine Herpesviral Infection
৬২	ফেলাইন ইনফেকসাস্ এনিমিয়া	Feline Infectious Anemia
৬৩	ফেলাইন লিউকিমিয়া ভাইরাস এন্ড রিলেটেড ডিজিজেস্	Feline Leukemia Virus & related Diseases
৬৪	ফেলাইন প্যান লিউকোপেনিয়া	Feline Panleukopenia
৬৫	ইনফেকসাস ক্যানাইন হেপাটাইটিস	Infectious Canine Hepatitis
৬৬	ক্যানাইন ইনফ্লুয়েঞ্জা	Canine Influenza
৬৭	ক্যানাইন প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা	Canine Para Influenza
৬৮	ফেলাইন এন্টারাইটিস	Feline Enteritis
৬৯	ক্যানাইন ডিসটেম্পার	Canine Distemper
৭০	ফাউল টাইফয়েড	Fowl Typhoid
৭১	ফাউল প্লেগ	Fowl Plague
৭২	এভিয়ান লিউকোসিস	Avain Leukosis
৭৩	ইনফেকসাস এভিয়ান এনসেফালোমাইলাইটিস	Inflectious Avain Encephalomyelitis
৭৪	ইনফেকসাস লেরিনগোট্রাকিয়াইটিস	Infectious Laryngotracheitis
৭৫	এভিয়ান ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	Avain Infectious Bronchitis
৭৬	মাইকোপ্লাজমোসিস	Mycoplasmosis
৭৭	চিকেন এনিমিয়া ভাইরাল ইনফেকশন	Chicken Anemia Viral Infection
৭৮	ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস	Duck Viral Hepatitis
৭৯	নেকরোটিক এন্টারাইটিস	Nectrotic Enteritis
৮০	কলিব্যাসিলোসিস	Colibacillosis

	বাংলা	ইংরেজী
৮১	গুজ ভাইরাল হেপাটাইটিস	Goose Viral Hepatitis

৮২	লিমফয়েড লিউকোসিস	Lymphoid Leukosis
৮৩	মাইলয়েড লিউকোসিস	Myeloid Leukosis
৮৪	ওমফ্যালাইটিজ	Omphalitis
৮৫	প্যারাটাইফয়েড ইনফেকশনস	Paratyphoid Infections
৮৬	ভাইরাল আরথ্রাইটিজ	Viral Arthritis
৮৭	এনসেফালোমাইলাইটিস	Encephalomyelitis
৮৮	এগ ড্রপ সিনড্রম	Egg Drop Syndrome
৮৯	এ্যাসপারজিলোসিস	Aspergillosis
৯০	ইনফেকশাস করাইজা	Infectious Coryza
৯১	সোলেন হেড সিনড্রম	Swollen Head Syndrome
গ-শ্রেণী		
৯২	ম্যালিওইডসিস	Melioidosis
৯৩	প্রলিফারিটিভ স্টোমাটাইটিজ	Proliferative Stomatitis
৯৪	ফুটরট	Footrot
৯৫	এভিয়ান টিউবারকিউলোসিস	Avian Tuberculosis
৯৬	ইনক্লুশান বডি হেপাটাইটিস	Inclusion Body Hepatitis
৯৭	রোটা ভাইরাল ইনফেকশন ইন চিকেনস্	Rota Viral Infection in Chickens
৯৮	থ্রাস (ক্যানডিডিয়াসিস)	Thrush (Candidiasis)
৯৯	এভিয়ান স্পাইরোকিটোসিস	Avian Spirochetosis
১০০	স্টেফাইলোকক্কোসিস	Staphylococcosis
১০১	স্ট্রেপটোকক্কোসিস	Streptococcosis
১০২	কোয়েল ব্রংকাইটিস	Quail Bronchitis
১০৩	সিটাকোসিস	Psittacosis

তফসিল-২

রোগের কারণ, বিস্তার, সুপ্তিকাল এবং পৃথকীকরণের ধরন ও সময়

[বিধি-৫ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	রোগের নাম	রোগের কারণ	আক্রান্ত প্রাণী	রোগ বিস্তার	সুপ্তিকাল	পৃথকীকরণের ধরন ও সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১)	এ্যানথ্রাক্স	বেসিলাস এ্যানথ্রাসিস	গবাদিপশু, মানুষ ইত্যাদি	সংক্রমিত পশুর রক্ত, মাংস, নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এবং সংক্রামিত পশম, চুল ও লালার সংস্পর্শে এই রোগ বিস্তার লাভ করে।	৩-৭ দিন	আক্রান্ত পশু একই সীমানার মধ্যে কিন্তু আলাদা সেডে ১৪ দিন পর্যন্ত রাখিতে হইবে।
(২)	ব্রুসেলোসিস	ব্রুসেলাস এ্যাবোর্টাস	গবাদিপশু, মানুষ ইত্যাদি	গর্ভপাতকৃত বাচ্চা, গর্ভফুল, জরায়ু খাইলে অথবা সংক্রমিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এবং আক্রান্ত ষাঁড়ের বীজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।	ভেরিয়েবল	আক্রান্ত পশু অন্যত্র সরাইয়া লইতে হইবে এবং ধ্বংস করিতে হইবে। আক্রান্ত এলাকা ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে।
(৩)	টিউবার কোলোসিস	মাইকোব্যাক-টেরিয়াম স্পিসিস	গবাদিপশু, পাখি, কুকুর, বিড়াল, মানুষ ইত্যাদি	সংক্রমিত কফ-কাঁশি, চারনভূমি, কাউসেড এবং মলের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। ইহা ছাড়া সংক্রমিত মাংস ও দুধের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়াইতে পারে।	ভেরিয়েবল	স্থানীয় প্রকৃতির সংক্রমণ হলে জবাই করা যাইবে, আর যদি সমস্ত শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে তাহা হইলে আক্রান্ত পশু ধ্বংস করিতে হইবে।
(৪)	বোভাইন জেনিটাল ক্যামপাইলো ব্যাকটেরিওসিস	ক্যামপাইলো ব্যাকটর স্পিসিস	গবাদি পশু, মানুষ ইত্যাদি	প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে এবং পশু খাদ্য মল দ্বারা সংক্রমিত হইয়া এই রোগ ছড়ায়।	৩-৭ দিন	আক্রান্ত সকল পশু জবাইয়ের জন্য বিক্রি করিয়া দিতে হইবে।
(৫)	ভিব্রিওসিস	ক্যামপাইলো-বেকটর জেজুনি, কলি	গবাদি পশু, মানুষ ইত্যাদি	আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে এবং আর্থ্রোপোডার কামড়ে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। ইহা ছাড়া অসম্পূর্ণভাবে রান্না করা মাংস খাইলে মানুষের এই রোগ হইতে পারে।	৪২-৭৮ ঘণ্টা	আক্রান্ত পশুকে বাছাই করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৬)	লেপ্টোস্পাই রোসিস	লেপ্টোস্পাইরা স্পিসিস	গবাদি পশু, কুকুর ইত্যাদি	আক্রান্ত পশুর মল, মূত্র, সংক্রমিত খাদ্য	৫-১৪ দিন	আক্রান্ত পশু ১৫ দিন পর্যন্ত আলাদা

				ও পানি দ্বারা এই রোগ বিস্তার লাভ করে।		রাখিতে হইবে।
(৭)	জোনস্‌ডিজিজ	মাইকোব্যাক্টে-রিয়াম পারটিউবারকুলোসিস	গবাদি পশু, মানুষ	নাকের শ্লেস্মা দ্বারা সংক্রমিত খাদ্য খাইলে এই রোগ হইতে পারে।	৭-১৪ দিন	পশুকে ১৪ দিন পর্যন্ত আলাদা রাখিতে হইবে।
(৮)	সোয়াইন ইরিসিপেলাস সংক্রমণ	ইরিসিপেলাস রুশিওপ্যাথি	শুকর, মানুষ ইত্যাদি	আক্রান্ত পশুর বর্জ্য হইতে এই রোগ বিস্তার ঘটে।	ভেরিএবল	বাহক পশু ধ্বংস করিতে হইবে এবং সেনিটেশনের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে। পুরাতন রোগের ক্ষেত্রে পশু ছাটাই করিতে হইবে।
(৯)	এভিয়ান টিউবার কিউলোসিস	মাইকো বেকটেরিয়াম স্পিসিস	পাখি, মানুষ ইত্যাদি	আক্রান্ত পাখির (Poultry) বর্জ্য থেকে এই রোগের বিস্তার ঘটে।	ভেরিএবল (১৪-২১) দিন	আক্রান্ত পাখি ধ্বংস করিতে হইবে।
(১০)	ম্যালিওডিওসিস	সিউডো-মোনাস সিউডোমেলি	গবাদি পশু, মানুষ ইত্যাদি	ক্ষতস্থান মাটি ও পানি দ্বারা সংক্রামিত হইয়া এবং খাদ্য ও শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	পশুকে ধ্বংস করিতে হইবে।
(১১)	পুলোরাম ডিজিজ	সালমোনেলা পুলোরাম	পাখি, মানুষ ইত্যাদি	আক্রান্ত মুরগী, মুরগীর ডিম ও হ্যাচারীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২-২১ দিন	আক্রান্ত মুরগী ধ্বংস করিতে হইবে অথবা ৯০ দিন পর্যন্ত আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে।
(১২)	সিটাকোসিস (ক্লেমাইডিয়া সিস্‌)	ক্লেমাইডিয়া সিটাসি	পাখি, মানুষ ইত্যাদি	শ্বাস-নালী হইতে নির্গত শ্লেস্মা, মল, মূত্র ও ধুলাবালির মাধ্যমে এই রোগের বিস্তার ঘটে।	ভেরিএবল	পোল্ট্রি হাউজ বন্য পাখি প্রবেশ মুক্ত হইতে হইবে। মৃত পাখি ও পাখির পালক জীবাণু মুক্ত করিতে হইবে। আক্রান্ত পাখি ধ্বংস করিতে হইবে অথবা ৩০ দিন পর্যন্ত আলাদা রাখিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১৩)	রিন্ডারপেস্ট	প্যারামিক্সো	গবাদি পশু,	সরাসরি সংস্পর্শে	৩-১৫ দিন	আক্রান্ত পশু ধ্বংস

		ভাইরাস	মানুষ ইত্যাদি	অথবা অন্যের মাধ্যমে সংক্রমণ হইতে পারে।		করিতে হইবে।
(১৪)	রেবিস	লাইসা ভাইরাস	গবাদি পশু, কুকুর, বানর, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি	আক্রান্ত পশুর কামড়ে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল ১৫-৫০ দিন	পশুকে ধ্বংস করিতে হইবে।
(১৫)	ইনফেকসাস ইকোয়াইন এনসেফালোমা ইলাইটিস	আরবো ভাইরাস	ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি	মশার কামড়ে এই রোগের বিস্তার ঘটে।	৫ দিন	আক্রান্ত ঘোড়াকে মশামুক্ত করিয়া ২১ দিন পর্যন্ত আলাদা করিয়ে রাখিতে হইবে।
(১৬)	জাপানিজবি এনসেফালাইটিস	জাপানিজ এনসেফালাই-টিস ভাইরাস	গরু, শুকর, মানুষ ইত্যাদি	মশার কামড়ে এই রোগের বিস্তার ঘটে।	ভেরিএবল	আক্রান্ত পশুকে পোকামাকড় ও মশামুক্ত সেডে ৯ দিন আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে।
(১৭)	নিউক্যাসাল ডিজিজ (রাণীক্ষেত রোগ)	প্যারামিক্সো ভাইরাস	পাখি, মানুষ ইত্যাদি	বাতাস এবং পানির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৪-৬ দিন	আক্রান্ত পাখি ধ্বংস করিতে হইবে।
(১৮)	এভিয়ান ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা	অর্থোমিক্সোভাইরাস (টাইপ এ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস)	পাখি, মানুষ ইত্যাদি	আক্রান্ত পাখি ও বাহক পশুর (শুকর ও ঘোড়া) মাধ্যমে এই রোগের বিস্তার ঘটে। এ ছাড়া আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে নির্গত শ্লেস্বা ও ক্লোয়েকার মাধ্যমে নির্গত মলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২-৭ দিন	আক্রান্ত পাখি ধ্বংস করিতে হইবে।
(১৯)	ট্রিপেনোসো-মিয়াসিস	ট্রিপেনোসোমা স্পিসিস	গবাদি পশু, বিড়াল, কুকুর, ইত্যাদি	সিসি (tse tse) ফ্লাই এর কামড়ের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৫-১০ দিন	আক্রান্ত পশুকে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত আলাদা করিয়ে রাখিতে হইবে।
(২০)	ক্যানাইন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা	ক্যানাইন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	কুকুর, শুকর, ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, নেকড়ে ইত্যাদি।	আক্রান্ত প্রাণীর সরাসরি সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।	৫-১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(২১)	ক্যানাইন প্যারা	ক্যানাইন প্যারা	কুকুর, শুকর,	আক্রান্ত প্রাণীর	৫-১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও

	ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা	ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস	ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, নেকড়ে ইত্যাদি	সরাসরি সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।		ধ্বংস করিতে হইবে।
(২২)	ওয়ার্বল ফ্লাই সংক্রমণ	হাইপোডারমা স্পিসিস	ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ও মানুষ	উষ্ণ আবহাওয়ায় মাছির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(২৩)	ভিব্রিওফিটাস	ক্যামপাইলো-বেক-টর ফিটাস	গরু	সংক্রমিত খাদ্য ভক্ষণ করিলে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(২৪)	মেইডি/ভিসনা	রেট্রো ভাইরাস	ভেড়া ও ছাগল	সংক্রমিত শাল দুধ বা দুধ বা বায়ুবাহিত ড্রপলেট এর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(২৫)	ওয়েজেসকিস ডিজিজ	হার্পিস ভাইরাস	প্রাথমিক ভাবে শুকর, এছাড়াও অন্যান্য প্রাণী আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে	আক্রান্ত শুকরের দুধ পানের মাধ্যমে বাচ্চা শুকর আক্রান্ত হয়।	৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(২৬)	ডারমাটোমাই কোসিস	ট্রাইকোফাইটোন স্পেসিস, মাইকোস্পোরাম স্পেসিস	গৃহপালিত ও বন্য পশু যেমন- গরু, ছাগল, কুকুর, ভেড়া, শুকর ইত্যাদি	ব্যবহৃত পরিচর্যায় যন্ত্রপাতি, খাবার পাত্র, আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২-৪ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(২৭)	এডিনোমেটো সিস	যৌথভাবে হারপেস এন্ড রেট্রো ভাইরাস (সম্ভবত)	ভেড়া/ছাগল	আক্রান্ত ভেড়ার নাকের নিঃসরণ, সংস্পর্শ ও বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১-৩ বছর (৫-১২ মাস)	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(২৮)	ইনফেকসাস এভিয়ান এনসেফালো মাইলাইটিস	পিকরনা ভাইরাস	কোয়েল, টার্কি, মুরগি, ফিজ্যান্ট	ডিম ও হ্যাচিং ব্রুডারের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৭-১৪ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(২৯)	ফাউল প্ল্যাগ	অর্থোমিক্সো ভাইরাস (টাইপ এ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস)	সব ধরনের পোষাপাখি ও বন্য পাখি	অক্রান্ত পাখি, সংক্রমিত দ্রব্যাদি, বন্যপাখি, মানুষ ইত্যাদি।	১-৭ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৩০)	কোয়েল ব্রংকাইটিস	এডেনোভাইরস (এভিয়ান টাইপ)	কোয়েল	আক্রান্ত পাখির ড্রপলেটের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (২-৭ দিন)	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৩১)	ক্যানাইন পারভো ভাইরাস ইনফেকশন	পারভো ভাইরাস	মূলতঃ শুকর, তবে নেকড়ে, কুকুরেও দেখা যায়	আক্রান্ত মলমূত্রাদি কোন ভাবে পরিপাকতন্ত্রে প্রবেশ করার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।	৩-৮ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৩২)	ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার	পেস্টি ভাইরাস	শুকর	সরাসরি সংস্পর্শ বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় নাই এমন খাবের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২-১৪ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৩৩)	পাসচুরেলোসিস	পাসচুরেলা স্পিসিস	মেরুদন্ডি প্রাণী	পীড়ন, আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএভল	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৩৪)	ক্যানাইন হার্পিস ভাইরাল ইনফেকশন	হার্পিস ভাইরাস	কুকুর, নেকড়ে, কোয়েটস	আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।	২৪ ঘন্টা	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৩৫)	ফ্যালাইন ইনফেকশাস প্যান (লিউকোমিয়া)	পারভো-ভাইরাস	বিড়াল	সরাসরি সংস্পর্শ অথবা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৩-৭ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৩৬)	ভেসিকুলার একজানথেমা	ক্যালসি ভাইরাস	শুকর, গবাদি পশু, ঘোড়া	সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৩৭)	কন্টাজিয়াস পাসচোরাল ডার্মাটাইটিস	পক্স ভাইরাস	ছাগল, ভেড়া, মানুষ, কুকুর	সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১-৪ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৩৮)	হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া	পাসচুরেলা মাল্টোসিডা	গরু, মহিষ, মেষ, উট, শুকর, ঘোড়া ইত্যাদি	পীড়ন, খাদ্য ও পানি, নাকের নিঃসরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১২-২৪ ঘন্টা	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৩৯)	ব্লাক কোয়ার্টার	ক্লসটিডিয়াম চোভাই	গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি	দূষিত খাদ্য ও পানি, মৃত পশু ও ক্ষত স্থানের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১২-৩৬ ঘন্টা	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৪০)	ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ	এফএমডি ভাইরাস	গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শুকরসহ বিভক্ত ক্ষুরযুক্ত প্রাণী	মাংস, দুধ, লালা, খাদ্য, পানি ইত্যাদির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১-১৪ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৪১)	বোভাইন ভাইরাল ডায়েরিয়া	বোভাইন ভাইরাল ডায়েরিয়া	গরু, মহিষ, ভেড়া	খাদ্য, পানি ও মলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৫ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৪২)	কন্টাজিয়াস, পুরোনিউমোনিয়া	মাইকোপ্লাজমা মাইকোডিস	গরু, মহিষ	আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে ও নেজাল সিক্রিশেনের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৩-৮ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৪৩)	বোভাইন ম্যালিগন্যান্ট ক্যাটারাল ফিভার	হার্পিস ভাইরাস	গরু, মহিষ, হরিণ	আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে ও কীট পতঙ্গের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৯-৭৭ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৪৪)	ইনফেকশাস বোভাইন রাইনোট্রা কিয়াইটিস	হার্পিস ভাইরাস	গরু, শুকর, ছাগল, মহিষ, বন্য পশু	লালা ও আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।	২-২০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৪৫)	বেবিসিওসিস	বেবিসিয়া স্পেসিস	গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাঁধা, কুকুর, বিড়াল	আটালীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৩ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৪৬)	থাইলেরিয়াসিস	থেইলেরিয়া স্পেসিস	গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল	আটালীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৭—১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৪৭)	ট্রাইকোমোনি য়াসিস	ট্রাইকোমোনাস ফিটাস	গরু, মহিষ,	যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	৪—৭ দিন	ষাঁড়ের ক্ষেত্রে সঙ্গনিরোধও ধ্বংস করিতে হইবে। অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে সঙ্গনিরোধও চিকিৎসা।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৪৮)	ভেড়ার পক্স	শিপপক্স ভাইরাস	ভেড়া	শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১২ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৪৯)	গোট পক্স	গোট পক্স ভাইরাস	ছাগল	শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১২ দিন–২১ দিন পর্যন্ত।	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৫০)	পেসটি ডেস পেটিস্ রোমিনান্ট (পিপিআর)	মরবেলি ভাইরাস	ছাগল ও ভেড়া	লালা, সর্দি, মলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৩–১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৫১)	ফুট রট	ফিউসোব্যাক-টেরিয়াম নেক্রোফোরাম এবং ভেকটেরয়েস স্পিসিস	গরু, ভেড়া, শুকর	বর্ষা ও সেঁতসেঁতে ঋতুতে পায়ে ক্ষতের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (কয়েকদিন)	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৫২)	কন্টাজিয়াস ক্যাপ্রাইন প্লুরোনিউমোনিয়া	মাইকোপ্লাজমা স্পেসিস	ছাগল	শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (৭–১৪ দিন)	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৫৩)	এনাপ্লাজমোসিস	এনাপ্লাজমা মারজিনালি	গরু, ছাগল, ভেড়া	আটালী, কীট পতঙ্গ মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (২–৩ সপ্তাহ)	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৫৪)	ফেলাইন লিউকিমিয়া ভাইরাস এবং রিলেটিভ ডিজিজ	ফেলাইন লিউকিমিয়া ভাইরাস	বিড়াল	বমি, মল মূত্র, রক্ত ইত্যাদি মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৩–৭ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৫৫)	বোভাইন ভাইরাল লিউকোসিস	বোভাইন লিউকোসিস ভাইরাস	গরু	সংস্পর্শ, কীট, পতঙ্গ, দুধ মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৪–৫ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৫৬)	ক্যানাইন ডিসটেম্পার	প্যারামিক্সো ভাইরাস	কুকুর, খেকশিয়াল, নেকড়ে	লালা, মূত্র, শ্বাস প্রশ্বাস ও বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৫৭)	ইনফেকশাস ক্যানাইন হেপাটাইটিস্	ক্যানাইন এডিনো ভাইরাস	কুকুর, খেকশিয়াল,	নাক দিয়ে নিঃসৃত পদার্থ ও মলমূত্রের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে	৪–৯ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৫৮)	ব্লু টাং	অরবি ভাইরাস	গরু, ছাগল ও ভেড়া	কীট পতঙ্গের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৫—১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৫৯)	ইকোয়াইন ইনফেকশাস এনিমিয়া	ইকোয়াইন ইনফেকশাস ভাইরাস	ঘোড়া	দূষিত রক্তের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১—৩ মাস পর্যন্ত হইতে পারে।	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৬০)	ফেলাইন এনিমিয়া	হেমোবারটোনেলা ফেলিস	বিড়াল	রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১—৫ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৬১)	আফ্রিকান হর্স সিকনেস	অরবি ভাইরাস	ঘোড়া	কিউলিকয়ডিস প্রজাতির পতঙ্গের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১০ দিনের উপর	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৬২)	ভেসিকুলার স্টোমাটাইটিস	র‍্যাবডো ভাইরাস	গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, শুকর	কীট পতঙ্গ, পশুর চলাচলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২—২১ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৬৩)	ইপিজোটিক লিমফেনজাইটিস	হিসটোপ্লাজমা ফারসিমিনুসাম	ঘোড়া	রক্ত চোঁষা কীট পতঙ্গ এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৬৪)	কিউফিভার	কক্সিয়েলা বার্নের্টি	গরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ	কীটপতঙ্গ, দুধ, গর্ভফুল নিঃসরণ মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২—৪ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৬৫)	স্ক্র্যাপি	প্রিয়ন প্রোটিন	ভেড়া	আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে, নার্ভ দিয়ে মিশ্রিত পদার্থের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল ১২—১৪ মাস	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৬৬)	ফাউল কলেরা	পাসচুরেলা মালটোসিডা	গৃহপালিত ও বন্য পাখি	পাখির মল, দূষিত খাদ্য, পানি ও পরিবেশের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল ১—১৪ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৬৭)	ইনফেকশাস করাইজা	হেমোফিলাস গ্যালিনেরাম	গৃহপালিত ও বন্য পাখি	লিটার, পানি, খাদ্যের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১—৩ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৬৮)	অমফ্যালাইটিস	কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া-স্ট্যাফা ইলোকক্কাই, সিডোমোনাস স্পেসিস, প্রোটিয়াস স্পেসিস	গৃহপালিত ও বন্য পাখি	অস্বাস্থ্য সম্মত ডিম ফুটানো যন্ত্রের মাধ্যমে, নোংরা হাতে বাচ্চা নাড়া, নোংড়া চিক বকস মাধ্যমে ব্রুডার হাউজ জীবাণু দ্বারা কলুষিত থাকিলে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (১–১৪ দিন)	ব্রিডিং খামার ও হ্যাচারির ক্ষেত্রে সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৬৯)	ফাউল পক্স	এভিপকস ভাইরাস	গৃহপালিত ও বন্য পাখি	সুস্থ মুরগি অসুস্থ মুরগির সংস্পর্শে মশামাছির মাধ্যমে/বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১–৩ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৭০)	গামবোরো ডিজিজ	গামবোরো ভাইরাস	গৃহপালিত ও বন্য পাখি	খাদ্য, পানি, লিটার, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পোকা মাকড়ের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২–৩ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৭১)	মারেকস ডিজিজ	হার্পিস ভাইরাস	টার্কি, মুরগি	বাতাস, খামারের যন্ত্রপাতি, লিটার হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুরগি সংক্রমিত হয়।	১–৩ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৭২)	এভিয়ান ইনফেক্শাস ব্রংকাইটিস	করোনা ভাইরাস	টার্কি, মুরগি	নাক নিঃসৃত পদার্থ, পায়খানা, বাতাস, খামারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১৮–৪৮ ঘন্টা	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৭৩)	এভিয়ান লিউকোসিস	এভিয়ান রেট্রোভাইরাস	টার্কি, মুরগি	ডিমের মাধ্যমে কলুষিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১–১৪ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৭৪)	স্ট্যাফাইলো কক্কাস	স্ট্রাফাইলোক্কাস অরিয়াস	টার্কি, মুরগি	হ্যাচারী ও হ্যাচারী এটেনডেন্টের মাধ্যমে মানুষের জামা কাপড়, ক্ষতের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৭৫)	মাইকোপ্লাজ মোসিস	মাইকোপ্লাজমা স্পিসিস	টার্কি, মুরগি	রোগাক্রান্ত ও বাহক মুরগির মাধ্যমে, খাদ্য, পানি, লিটার, বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৬–২১ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৭৬)	ডাকভাইরাল এন্টারাইটিস	হার্পিস ভাইরাস	হাঁস, রাজহাঁস	আক্রান্ত হাঁসের মাধ্যমে খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (১–৩ দিন)	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৭৭)	ডাকভাইরাল হেপাটাইটিস্	পিকর্না ভাইরাস	অল্প বয়সী হাঁস	আক্রান্ত হাঁসের মাধ্যমে খাদ্য, পানি ও লিটারের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১৮-৪৮ ঘন্টা	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৭৮)	থ্রাশ ক্যানডিডিয়াসিস	ক্যানডিডা স্পিসিস	মুরগি, টার্কি	মলমূত্র ও বিছানার মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১–৫ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৭৯)	কলিব্যাসিলোসিস	ই কলাই	মুরগি	আক্রান্ত মুরগির মাধ্যমে, খাদ্য, পানি, বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৮০)	গুজ ভাইরাল হেপাটাইটিস্	গুজ পারভোভাইয়াস	রাজহাঁস	ডিম ও হ্যাচারীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৫–১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৮১)	এস্পারজিলোসিস	এস্পারজিলাস স্পেসিস	মুরগি	শ্বাস-প্রশ্বাস মাধ্যমে, ডিম, খাদ্য, পানি ও হ্যাচারীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (১–৫ সপ্তাহ)	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৮২)	নেক্রোটিক এন্টারাইটিস	ক্লস্টিডিয়াম পারফিনজেন্স	মুরগি	খাদ্য পানি ও লিটার এর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৮৩)	স্টেপটোকক্কোসিস	স্টেপটোকক্কাস স্পিসিস	মুরগি, হাঁস, টার্কি, কবুতর	খাদ্য, পানি, লিটার এর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল (১–৫ দিন)	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৮৪)	প্যারাটাইফয়েড	সালমোনেলা টাইফিমিউরিয়াম	সব ধরনের মুরগি	খাদ্য, বাতাস, লিটার, হ্যাচারীর যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৮৫)	সোলেনহেড সিন্ড্রোম	মিক্সড ইনফেকশান (করোনা ভাইরাস ও ই,কলাই)	ব্রয়লার মুরগি	সংস্পর্শ, বাতাস, লিটার হ্যাচারীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৫–১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৮৬)	ইনফেক্শাস ল্যারিংগো ট্রাকিয়াইটিস	হার্পিস ভাইরাস	মুরগি	শ্বাস-প্রশ্বাস, নিঃসৃত পদার্থ, খামারের যন্ত্রপাতি ও বাতাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৬–১২ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৮৭)	লাম্পি স্কীন ডিজিজ	পক্স ভাইরাস	গরু, মহিষ	দংশনকারী পোকামাকড়, সংক্রমিত লালার মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২৮ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৮৮)	গ্ল্যান্ডারস	সিডোমোনাস ম্যালী	ঘোড়া মানুষ, বিড়াল	নাকের এবং চামড়ার ডিসচার্জ মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	২ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৮৯)	ইনটেস্টাইনাল সালমোনেলোসিস	সালমুনেলা টাইফুমেরিয়ান/ ডাব্লিং	গবাদি পশু, শুকর, মানুষ	মলমূত্রের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।
(৯০)	আফ্রিকান সোইয়ান ফিবার	ইরিডো ভাইরাস	শুকর	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৫–৭ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৯১)	এট্রোফিক গ্যাস্ট্রোএন্টারা ইটিস	ইমিনো মিডিয়েটেড	ছাগল, গরু, কুকুর	..	..	..
(৯২)	ফাউল টাইফয়েড	সালমোনেলা গেলিনেরাম	মুরগি, টার্কি	ডিম, পাখি, খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৯৩)	লিমফয়েড লিউকোসিস	এভিয়ান রেট্রো ভাইরাস	পাখি	এমব্রাইও এর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১–১৪ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৯৪)	মাইলয়েড লিউকোসিস	রেট্রো ভাইরাস	মুরগি	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১৪–২৫ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(৯৫)	ভাইরাল আরথ্রাইটিক	রিওভাইরাস	মুরগি, টার্কি	ডিম, খাদ্য এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ওয়াইডলি ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৯৬)	এনসেফালো মাইলাইটিস	পিকর্ণা ভাইরাস	পাখি	ডিম, খাদ্য এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৭–১০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৯৭)	এগ ড্রপ সিনড্রম	এডোনো ভাইরাস	মুরগি, হাঁস	ডিম, খাদ্য এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৭–২০ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(৯৮)	প্রলিফারিটিভ স্টোমাটাইটিস	পারবো ভাইরাস	কুকুর	খাদ্যের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	..	..
(৯৯)	ইনক্লোসানবডি হেপাটাইটিস	এভিয়ান এডোনো ভাইরাস	মুরগি (অল্প বয়স্ক)	খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	১–৫ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(১০০)	রোটাভাইরাল ইনফেকশন ইন চিকেন	এভিয়ান রোটা ভাইরাস	মুরগি, টার্কি	খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৪–৫ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(১০১)	এভিয়ান স্পাইরোকিটোসিস	বরেলিয়া আনসেরিনা	পাখি	মুরগির উকুন এবং রক্ত চোষা পতঙ্গের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	ভেরিএবল	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(১০২)	ফেলাইন এন্টারাইটিস	পারবো ভাইরাস	বিড়াল	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।	৩–৭ দিন	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।
(১০৩)	চিকেন এনিমিয়া ভাইরাস ইনফেকশন	চিকেন ইনফেসিয়াস এনিমিয়া ভাইরাস	মুরগি	ডিম, খাদ্য, পানি বাতাস-এর মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।	১–২ সপ্তাহ	সঙ্গনিরোধ ও ধ্বংস করিতে হইবে।

তফসিল ৩

বিভিন্ন রোগ পরীক্ষার জন্য সংগৃহীতব্য নমুনা

[বিধি-৯(১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	রোগের নাম	সংগৃহীতব্য নমুনা
(১)	এ্যানথ্রাক্স	রক্ত, প্লীহা, রক্তের স্লাইড
(২)	ব্রুসেলোসিস	ভেজাইনাল ডিসচার্জ, প্লাসেন্টা, গর্ভপাত জনিত ফিটাস, ফিটাস স্টমাক কন্টেইন, ব্লাড সিরাম, মিল্ক, সিমেন
(৩)	টিউবার-কোলোসিস	ফুসফুস, লিভার, অন্যান্য অর্গান এর টিউবারকলস্
(৪)	বোভাইন জেনিটাল ক্যামপাইলো ব্যাকটেরিওসিস	ভেজাইনাল ডিসচার্জ, এবোরশন মেটেরিয়াল, প্লাসেন্টা, ইউরিন
(৫)	ভিব্রিওসিস	ভেজাইনাল ডিসচার্জ, এবোরশন মেটেরিয়াল, প্লাসেন্টা, ইউরিন, ব্লাড
(৬)	লেপ্টোস্পাইরোসিস	প্লাসেন্টা, কটিলিডন, ফিটাস, প্লুরাল ফ্লুইড, ফুসফুস, লিভার, কিডনি
(৭)	জোন্‌স ডিজিজ	ফিসিস, ইনটেস্টাইনাল ইপিথেলিয়াম
(৮)	সোয়াইন ইরিসি পেলাস সংক্রমণ	লিম্ফনোড এবং ফুসফুস
(৯)	এভিয়ান টিউবারকোলোসিস	সম্পূর্ণদেহ, লিম্ফনোড, লিভার, স্প্লীন, বোনমেরো
(১০)	ম্যালিওডিওসিস	ফুসফুস, লিভার, স্প্লীন, কিডনি, খাদ্যনালী
(১১)	পুলোরাম ডিজিজ	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, স্প্লীন, কিডনি, খাদ্যনালী
(১২)	সিটাকোসিস (ক্লেমাইডিয়াসিস)	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, স্প্লীন, কিডনি, খাদ্যনালী
(১৩)	রিন্ডারপেস্ট	রক্ত, স্প্লীন, লিম্ফনোড
(১৪)	রেবিস	ফ্রেস ব্রেইন, সিএনএস
(১৫)	ইনফেকসাস্ ইকোয়াইন এনসেফালোমাইলাইটিস	সিএনএস (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম)
(১৬)	জাপানিজ বি এনসেফালাইটিস	সিএনএস (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম)
(১৭)	নিউক্যাসাল ডিজিজ (রাণীক্ষেত রোগ)	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, স্প্লীন, কিডনি, খাদ্যনালী
ক্রমিক নং	রোগের নাম	সংগৃহীতব্য নমুনা

(১৮)	এভিয়ান ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, স্প্লীন, কিডনি, খাদ্যনালী, রক্ত, শ্বাসনালী (ট্রাকিয়া)
(১৯)	ট্রিপেনোসোমিয়াসিস	রক্ত, ঘাড়ের লিম্ফনোড, ভেজাইনাল ডিসচার্জ
(২০)	ক্যানাইন ইনফ্লুয়েঞ্জা	রক্ত, শ্বাসনালী (ট্রাকিয়া) সোয়াব
(২১)	ক্যানাইন প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা	রক্ত, শ্বাসনালী (ট্রাকিয়া) সোয়াব
(২২)	ওয়ার্বল ফ্লাই সংক্রমণ	আক্রান্ত চামড়া, স্পাইনাল ক্যানেল, পেরিঅস্টিয়াম বোন
(২৩)	ভিবরিওফিটাস	এবোরশন মেটেরিয়াল, ফিটাস, ইউরিন, ব্লাড, প্লাসেন্টা ভেজাইনাল ডিসচার্জ
(২৪)	মেইডি/ভিসনা	ফুসফুস, লিম্ফনোড, সিএনএস
(২৫)	ওয়েজেসকিস ডিজিজ	টনসিল, লিভার, ফুসফুস, স্পাইনাল কর্ড
(২৬)	ডার্মাটোমাইকোসিস	চামড়ার স্ক্রাপিং
(২৭)	এডিনোমেটোসিস	ফুসফুস, ট্রাকিয়া
(২৮)	এনসেফালোমাইলাইটিস	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, স্প্লীন, কিডনি, খাদ্যনালী
(২৯)	ফাউল প্লেগ	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, স্প্লীন, কিডনি, খাদ্যনালী, শ্বাসতন্ত্রের মধ্যে ট্রাকিয়াল সোয়াব
(৩০)	কোয়েল ব্রংকাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৩১)	ক্যানাইন পারভো ভাইরাস ইনফেকশন	পায়খানা, রক্ত
(৩২)	ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার	কিডনি, লিম্ফনোড, ইউরিনারি ব্লাডার, শ্বাসতন্ত্র, স্প্লীন
(৩৩)	পাসচুরেলোসিস	শ্বাসতন্ত্র
(৩৪)	ক্যানাইন হার্পিস ভাইরাল ইনফেকশন	ফুসফুস, কিডনি, লিভার, রক্ত, এড্রেনাল গ্লান্ড
(৩৫)	ফ্যালাইন প্যান লিউকোপেনিয়া	রক্ত, পায়খানা, কিডনি, লিভার, লিম্ফনোড, থাইমাস
(৩৬)	ভেসিকুলার একজানথেমা	রক্ত, ভেসিকল, (ব্লিচটার্স ফ্লুইড)
ক্রমিক নং	রোগের নাম	সংগৃহীতব্য নমুনা

ক্রমিক নং	রোগের নাম	সংগৃহীতব্য নমুনা
(৩৭)	কন্টাজিয়াস পাসচুরাল ডার্মাটাইটিস্	স্কিন (ভেসিকলার এন্ড পাসচোলার স্টেজ), স্কেবস
(৩৮)	হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া	ইডিমেটাস ফ্লুইড, শ্বাসতন্ত্র (ফুসফুস)
(৩৯)	ব্লাক কোয়ার্টাস	রক্ত, টিস্যু
(৪০)	ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ	ভেসিকল, ভেসিকুলার ফ্লুইড
(৪১)	বোভাইন ভাইরাল ডায়েরিয়া	রক্ত, স্প্লীন, কিডনি, লিভার, পায়খানা
(৪২)	কন্টাজিয়াস, প্লুরোনিউমোনিয়া	শ্বাসতন্ত্র (ফুসফুস), প্লুরাল ফ্লুইড
(৪৩)	বোভাইন ম্যালিগন্যান্ট ক্যাটারাল ফিভার	রক্ত, লিম্ফনোড, স্প্লীন, থাইরয়েড গ্লান্ড
(৪৪)	ইনফেকশাস বোভাইন রাইনোট্রাকিয়াইটিস	নেজাল/ফেরিনজিয়াল/ভেজাইনাল/সিমেনসোয়াব, প্লাসেন্টা, ফিটাস, লিভার, ফুসফুস
(৪৫)	ব্যাবিসিউসিস	রক্ত, স্প্লীন, লিভার, সিএনএস
(৪৬)	থাইলেরিয়াসিস	রক্ত, স্প্লীন, লিম্ফনোড, হার্ট, কিডনি, ইউরোনারি ব্লাডার
(৪৭)	ট্রাইকোমোনিয়াসিস	ভেজাইনাল ডিসচার্জ, ইউরেথ্রাল সোয়াব, ইউরিন
(৪৮)	ভেড়ার পকস্	পেপিরোলস বা ভ্যাসিকল, স্কিন স্ক্রেপিং
(৪৯)	গোট পক্স	পেপিরোলস বা ভ্যাসিকল, স্কিন স্ক্রেপিং
(৫০)	পিপিআর	আনক্লটেড ব্লাড, লিম্ফনোড, স্প্লীন, ফুসফুস
(৫১)	ফুট রট	নেক্রটিক টিস্যু, ওন্ড সোয়াব
(৫২)	কন্টাজিয়াস ক্যাপ্রাইন প্লুরোনিউমোনিয়া	শ্বাসতন্ত্র (ফুসফুস ট্রাকিয়া), লীম্ফনোড
(৫৩)	এনাপ্লাজমোসিস	রক্ত, স্প্লীন, লিভার
(৫৪)	ফেলাইন প্যান লিউকিমিয়া ভাইরাস এবং রিলেটিভ ডিজিজেজ	রক্ত, পায়খানা, লিভার, কিডনি, লীম্ফনোড, থাইমাস
(৫৫)	বোভাইন ভাইরাল লিউকোসিস	পেরিফেরাল লীম্ফনোড, স্প্লীন
(৫৬)	ক্যানাইন ডিসটেম্পার	রক্ত, লীম্ফনোড, শ্বাসতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র ও সিএনএস

(৫৭)	ইনফেকশাস ক্যানাই হেপাটাইটিস	রক্ত, লিভার, কিডনি, স্প্লীন, ফুসফুস
(৫৮)	ব্লু টাং	জিহ্বা, ফুসফুস, প্লাসেন্টা, এবোরশন মেটেরিয়াল, সিমেন
(৫৯)	ইকুইন ইনফেকশাস এনিমিয়া	রক্ত, লীম্ফনোড, স্প্লীন
(৬০)	ফেলাইন এনিমিয়া	রক্ত, বোনমেরো
(৬১)	আফ্রিকান হর্স সিকনেস	ফুসফুস, হার্ট, লীম্ফনোড
(৬২)	ভেসিকুলার স্টোমাটাইটিস	ভেসিকুল/ভিসিকুলার ফ্লুইড
(৬৩)	ইপিজোটিক লিম্‌ফেন জাইটিস	ইনজুটেডস, বায়োপসি অব স্কিন, লীম্ফভেসেলস, লীম্ফনোড
(৬৪)	কিউফিভার	দুধ, প্লাসেন্টা
(৬৫)	স্ক্র্যাপি	নেজাল ডিসচার্জ, লীম্ফনোড, মেডোলা অবলনগটা, ডাইএন্ড সেফালন অব ব্রেইন
(৬৬)	ফাউল কলেরা	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, ট্রাকিয়া, হৃৎপিণ্ড
(৬৭)	ইনফেকশাস করাইজা	সম্পূর্ণদেহ
(৬৮)	অমফ্যালাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৬৯)	ফাউল পক্স	সম্পূর্ণদেহ, স্কিন স্ক্রাপিং
(৭০)	গামবোরো ডিজিজ	সম্পূর্ণদেহ, বার্সা
(৭১)	ম্যারেক্স	সম্পূর্ণদেহ, নার্ভ, লীম্ফফেয়েড টিউমার
(৭২)	এভিয়ান ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস	সম্পূর্ণদেহ, শ্বাসতন্ত্র, কিডনি
(৭৩)	এভিয়ান লিউকোসিস	সম্পূর্ণদেহ, লিভার, ফুসফুস, কিডনি, বার্সা
(৭৪)	স্ট্যাফাইলো কক্কাস	সম্পূর্ণদেহ
(৭৫)	মাইকোপ্লাজমোসিস	সম্পূর্ণদেহ
(৭৬)	ডাকভাইরাল এন্টারাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৭৭)	ডাকভাইরাল হেপাটাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৭৮)	থ্রাশ (ক্যানডিয়াসিস)	সম্পূর্ণদেহ
(৭৯)	কলিব্যাসিলোসিস	সম্পূর্ণদেহ
(৮০)	গুজ ভাইরাল হেপাটাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৮১)	এস্পারজিলোসিস	সম্পূর্ণদেহ
ক্রমিক নং	রোগের নাম	সংগৃহীতব্য নমুনা

(৮২)	নেক্রোটিক এন্টারাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৮৩)	স্টেপটোকক্কোসিস	সম্পূর্ণদেহ
(৮৪)	প্যারাটাইফয়েড	সম্পূর্ণদেহ
(৮৫)	সোলেনহেড সিন্ড্রোম	সম্পূর্ণদেহ
(৮৬)	ইনফেকশাস ল্যারিংগো ট্রাকিয়াইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৮৭)	লাম্পি স্কীন ডিজিজ	স্কীন নডিউলস, লীম্ফনোড
(৮৮)	গ্ল্যান্ডারস	নেজাল ডিসচার্জ, নেজাল সেপটাম, লীম্ফভেসেল, ফুসফুস এবং স্কিন
(৮৯)	ইনটেস্টটাইনাল সালমোনেলা ইনফেকশন	পায়খানা
(৯০)	আফ্রিকান সোইয়ান ফিভার	রক্ত, স্কিন, গেস্ট্রো হেপাটিড লীম্ফনোড
(৯১)	এক্ট্রোফিক গ্যাস্টোএন্টারাইটিস	খাদ্যনালী
(৯২)	ফাউল টাইফয়েড	সম্পূর্ণদেহ
(৯৩)	লিমফয়েড লিউকোসিস	সম্পূর্ণদেহ
(৯৪)	মাইলয়েড লিউকোসিস	সম্পূর্ণদেহ
(৯৫)	ভাইরাল আরর্থাইটিক্স	সম্পূর্ণদেহ
(৯৬)	এ্যানসেফালোমাইলাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(৯৭)	এগ ড্রপ সিনড্রম	সম্পূর্ণদেহ
(৯৮)	প্রলিফারিটিভ স্টোমাটাইটিস	
(৯৯)	ইনক্লোসানবডি হেপাটাইটিস	সম্পূর্ণদেহ
(১০০)	রোটা ভাইরাল ইনফেকশন ইন চিকেন	সম্পূর্ণদেহ
(১০১)	এভিয়ান স্পাইরোকিটেসিস	সম্পূর্ণদেহ, স্প্লীন এন্ড লিভার
(১০২)	ফেলাইন এন্টারাইটিস	রক্ত, ফিসিস, লিভার, কিডনি, লীম্ফনোড, থাইমাস
(১০৩)	চিকেন এনিমিয়া ভাইরাস	সম্পূর্ণদেহ

তফসিল-৪

বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষা

[বিধি-৯(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	রোগের নাম	পরীক্ষা
(১)	এ্যানথ্রাক্স	এসকোলি, এলাইজা
(২)	ব্রসেলোসিস	সিএফটি, এলাইজা, বিবিএটি, এফপিএ
(৩)	টিউবার-কোলোসিস	এজেন্ট আইডি, টিউবার কোলিনটেস্ট
(৪)	বোভাইন জেনিটাল ক্যামপাইলো ব্যাকটেরিওসিস	এজেন্ট আইডি
(৫)	ভিব্রিওসিস	এজেন্ট আইডি, সিরাম এগ্লোনিটেশন টেস্ট (সিরুলজিক্যাল টেস্ট)
(৬)	লেপ্টোস্পাইরোমিস	এজেন্ট আইডি, সিরাম এগ্লোনিটেশন টেস্ট (সিরুলজিক্যাল টেষ্ট এমএটি)
(৭)	জোন্সডিজিজ	আগারইমমিউনু ডিফিউশন টেস্ট, এলাইজা
(৮)	সোয়াইন ইরিসিন পেলাস ইনফেকশন	এজেন্ট আইডি
(৯)	এভিয়ান টিউবার কোলোসিস	এজেন্ট আইডি, এভিয়ান টিউবার কোলিন টেস্ট
(১০)	ম্যালিওডিওসিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(১১)	পুলোরাম ডিজিজ	এজেন্ট আইডি, এজিআইডি (AGID) এজিজি (AGG)
(১২)	সিটাকোসিস (ক্লেমাইডিয়াসিস)	এজেন্ট আইডি এবং সিরোলজিক্যাল টেস্ট (সিএফ)
(১৩)	রিন্ডারপেস্ট	এজেন্ট আইডি, এলাইজা (ELISA) ভিএন (VN)
(১৪)	রেবিস	এজেন্ট আইডি, এলাইজা (ELISA) ভিএন (VN) এফএটি (FAT)
(১৫)	ইনফেকসাস ইকোয়াইন এনসেফালোমাইলাইটিস	এজেন্ট আইডি, এইচ আই (H.I) সিএফ (CF) পিআরএন
(১৬)	জাপানিজ বি এনসেফালাইটিস	সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(১৭)	নিউক্যাসাল ডিজিজ (রাণীক্ষেত রোগ)	এজেন্ট আইডি, এইচ আই (HI)
ক্রমিক নং	রোগের নাম	পরীক্ষা

(১৮)	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা	এজেন্ট আইডি, এজিআইডি (AGID) এইচ আই (HI) আরটি-পিসি আর
(১৯)	ট্রিপেনোসোমিয়াসিস	এজেন্ট আইডি, আইএফএ,এজিআইডি, সিএফ
(২০)	ক্যানাইন ইনফ্লুয়েঞ্জা	এজেন্ট আইডি, পি, সি, আর, সিরোলজি
(২১)	ক্যানাইন প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা	এজেন্ট আইডি, পি, সি, আর, সিরোলজি
(২২)	ওয়ার্বল ফ্লাই সংক্রমণ	এজেন্ট আইডি
(২৩)	ভিব্রিওসিস	এজেন্ট আইডি
(২৪)	মিডা-ভিসনা	এজেন্ট আইডি, হিষ্টুপ্যাথলজি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(২৫)	ওয়েজেসকিস ডিজিজ	এজেন্ট আইডি, এফএ, বিএন, এলাইজা
(২৬)	ডার্মাটোমাইকোসিস	এজেন্ট আইডি, উডসন্যাম টেস্ট
(২৭)	এডিনোমেটোসিস	এজেন্ট আইডি, সিএফ
(২৮)	এনসেফালোমাইলাইটিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল, টেস্ট
(২৯)	ফাউল প্লেগ	এজেন্ট আইডি, এইচআই, এজিআইডি
(৩০)	কোয়েল ব্রংকাইটিস	এজেন্ট আইডি
(৩১)	ক্যানাইন পারভো ভাইরাস ইনফেকশন	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল, টেস্ট
(৩২)	ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার (হগকলেরা)	এজেন্ট আইডি, এলাইজা
(৩৩)	পাসচুরেলোসিস	এজেন্ট আইডি
(৩৪)	ক্যানাইন হার্পিস ভাইরাস ইনফেকশন	এজেন্ট আইডি
(৩৫)	ফ্যালাইন প্যান লিউকোপেনিয়া	ডব্লিউ বিসি কাউন্ট
(৩৬)	ভেসিকুলার একজানথেমা	এজেন্ট আইডি, সিএফ, ভিএন
(৩৭)	কন্টাজিয়াস পাসচুরাল ডার্মাটাইটিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(৩৮)	হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া	এজেন্ট আইডি
(৩৯)	ব্লাক কোয়ার্টার	এজেন্ট আইডি, এফএ, টেস্ট
(৪০)	ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ	এজেন্ট আইডি, এলাইজা, ভিএন, সিএফ
(৪১)	বোভাইন ভাইরাল ডায়রিয়া	এজেন্ট আইডি, সিরোলজি
ক্রমিক নং	রোগের নাম	পরীক্ষা

(৪২)	কন্টাজিয়াস, প্লুরোনিউমোনিয়া	এজেন্ট আইডি, সিএফটি
(৪৩)	বোভাইন ম্যালিগন্যান্ট ক্যাটারাল ফিভার	এজেন্ট আইডি, পিসিআর, এইচআই
(৪৪)	ইনফেকশাস বোভাইন রাইনোট্রাকিয়াইটিস	এজেন্ট আইডি, ভিএন, এলাইজা
(৪৫)	বেবেসিওসিস	এজেন্ট আইডি, সিএফ, এলাইজা
(৪৬)	থাইলেরিয়াসিস	এজেন্ট আইডি, আইএফ, এ
(৪৭)	ট্রাইকোমোরিয়াসিস	এজেন্ট আইডি, এজিজি
(৪৮)	ভেড়ার পকস	এজেন্ট আইডি, ভিএন
(৪৯)	গোট পকস	এজেন্ট আইডি, ভিএন
(৫০)	পিপিআর	এজেন্ট আইডি, এলাইজা
(৫১)	ফুট রট	এজেন্ট আইডি
(৫২)	কন্টাজিয়াস ক্যাপ্রাইন প্লুরোনিউমোনিয়া	এজেন্ট আইডি
(৫৩)	এনাপ্লাজমোসিস	এজেন্ট আইডি, সিএফ, এলাইজা
(৫৪)	ফেলাইন প্যান লিউকোপেনিয়া	এজেন্ট আইডি, ডব্লিউ বিসি, কাউন্ট
(৫৫)	বোভাইন ভাইরাস লিউকোসিস	এজেন্ট আইডি, এলাইজা, পিসিআর, এজিআইডি
(৫৬)	ক্যানাইন ডিসটেম্পার	এজেন্ট আইডি, সিউরোলজিক্যাল টেস্ট
(৫৭)	ইনফেকশাস ক্যানাইন হেপাটাইটিস	এজেন্ট আইডি, সিউরোলজিক্যাল টেস্ট
(৫৮)	ব্লু টাং	এজেন্ট আইডি, এজিআইডি, এলাইজা, পিসিআর, ভিএন
(৫৯)	ইকুইন ইনফেকশাস এনিমিয়া	এজেন্ট আইডি, এজিআইডি, এলাইজা
(৬০)	ফেলাইন ইনফেকশাস এনিমিয়া	এজেন্ট আইডি
(৬১)	আফ্রিকান হর্স সিকনেস	এজেন্ট আইডি, সিএফ, এলাইজা, ভিএন
(৬২)	ভেসিকুলার স্টোমাটাইটিস	এজেন্ট আইডি, সিএফ, এলাইজা, ভিএন
(৬৩)	ইপিজুটিক লিস্ফান জাইটিস	এজেন্ট আইডি
(৬৪)	কিউফিভার	এজেন্ট আইডি, সিএফ, এজিজি
(৬৫)	স্ক্র্যাপি	এজেন্ট আইডি, ক্লিনিক্যাল সাইন
ক্রমিক নং	রোগের নাম	পরীক্ষা

(৬৬)	ফাউল কলেরা	এজেন্ট আইডি
(৬৭)	ইনফেকশাস করাইজা	এজেন্ট আইডি
(৬৮)	অমফালাইটিস	এজেন্ট আইডি
(৬৯)	ফাউল পকস	এজেন্ট আইডি
(৭০)	গামবোরো	এজেন্ট আইডি, এজিআইডি, এলাইজা
(৭১)	মারেকস	এজেন্ট আইডি, এজিআইডি, আইএফটি
(৭২)	এভিয়ান ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস	এজেন্ট আইডি, ভিএন, এইচআই, এলাইজা
(৭৩)	এভিয়ান লিউকোসিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(৭৪)	স্ট্যাফাইলো কক্কাস	এজেন্ট আইডি
(৭৫)	মাইকোপ্লাজমোসিস	এজেন্ট আইডি, এইচআই, এলাইজা
(৭৬)	ডাকভাইরাল, হেপাটাইটিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(৭৭)	ডাকভাইরাল এন্টারাইটিস	এজেন্ট আইডি, ভিএন
(৭৮)	থ্রাশ (কেনডিডিয়াসিস)	এজেন্ট আইডি
(৭৯)	কলিব্যাসিলোসিস	এজেন্ট আইডি
(৮০)	গুজ ভাইরাল হেপাটাইটিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(৮১)	এস্পারজিলোসিস	এজেন্ট আইডি
(৮২)	নেক্রোটিক এন্টারাইটিস	এজেন্ট আইডি
(৮৩)	স্ট্রেপটোকক্কোসিস	এজেন্ট আইডি
(৮৪)	প্যারাটাইফয়েড	এজেন্ট আইডি
(৮৫)	সোলেনহেড সিনড্রম	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(৮৬)	ইনফেকশাস ল্যারিংগো ট্রাকিয়াইটিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(৮৭)	লাম্পি স্কীন রোগ	এজেন্ট আইডি, ভিএন
(৮৮)	গ্ল্যান্ডারস	এজেন্ট আইডি, মেলিং টেষ্ট, সিএফ
(৮৯)	ইনটেষ্টানাইনাল সালমোনেলোসিস	এজেন্ট আইডি
(৯০)	আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার	এজেন্ট আইডি, এলাইজা
(৯১)	এ্যাট্রোফিক গ্যাস্টোএন্টারাটিস	এজেন্ট আইডি, হিষ্টো প্যাথলজি
(৯২)	ফাউল টাইফয়েড	এজেন্ট আইডি, এজিজি
ক্রমিক নং	রোগের নাম	পরীক্ষা

(৯৩)	লিমফয়েড লিউকোসিস	এজেন্ট আইডি
(৯৪)	মাইলয়েড লিউকোসিস	এজেন্ট আইডি, এলাইজা
(৯৫)	ভাইরাল আরথ্রাইটিক	এজেন্ট আইডি, এজিপি
(৯৬)	এনসেফালোমাইলাইসিস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজিক্যাল টেস্ট
(৯৭)	এগ ড্রপ সিনড্রম	এজেন্ট আইডি, এলাইজা, এইচআই
(৯৮)	প্রলিফারিটিভ স্টমাইটাইটিস	এজেন্ট আইডি
(৯৯)	ইনক্লোসনবডি হেপাটাইটিস	এজেন্ট আইডি
(১০০)	রোটা ভাইরাস	এজেন্ট আইডি, সিরোলজি টেস্ট
(১০১)	এভিয়ান স্পাইরোকিটোসিস	এজেন্ট আইডি, এজিপি
(১০২)	ফেলাইন এন্টারাইটিস	এজেন্ট আইডি, ডব্লিউ বিসি কাউন্ট
(১০৩)	চিকেন এনিমিয়া ভাইরাস	এজেন্ট আইডি, এফএটি

এজেন্ট আইডি-এজেন্ট আইডেন্টিফিকেশন

এলাইজা-এনজাইম লিংকড ইমমিউনোসরবেন্ট এসএ

ভি এন-ভাইরাস নিউট্রালাইজেশন টেস্ট

সিএফটি-কম্প্লিমেন্ট ফিকসেশন টেস্ট

আই এফ এ টি-ইনডাইরেক্ট ফ্লোরেসেন্স এন্টিবডি টেস্ট

এইচ আই-হিমাগ্লুটিনিশন ইনহিবিশন টেস্ট

এ জি আই ডি- আগারজেল ইমমিউনোডিফিউশন টেস্ট

এফ এ টি-ফ্লোরেসেন্স এন্টিবডি টেকনিক

আরপিএ-র‌্যাপিড প্লেট এগ্লুটিনেশন টেস্ট

বিবিএ টি-বাফারড ব্রুসেলা এন্টিজেন টেস্ট

এফ পি এ- ফ্লোরেসেন্স পোলারইজেশন এসএ

এজিপি-আগার জেল প্রিসিপিটেশন

ইআইএ-এনজাইম ইমমিউনো এসএ

আরটি-পিসি আর-রিয়েল টাইম পলিমারেস চেইন রিয়াকশান ।

তফসিল-৫

হাঁস-মুরগির ব্রিডিং ও হ্যাচারীর বিভিন্ন রোগ ও আক্রান্ত পশু ধ্বংসের পদ্ধতি

[বিধি-১৫ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	রোগের নাম	রোগের কারণ	বিস্তারের মাধ্যম	গৃহীতব্য ব্যবস্থা ও পদ্ধতি
(১)	ক্রনিক রেসপিরেটরি ডিজিজ	মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম	(১) ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় (২) সংস্পর্শ (৩) ধূলা ও ড্রপলেটের মাধ্যমে	ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।
(২)	লিম্ফয়েড লিউকোসিস	রেট্রো ভাইরাস	(১) ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় (২) বাচ্চা বয়সে সংক্রমিত পাখি।	ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।
(৩)	ইনক্লুসন বডি হেপাটাইটিস	এভিয়ান এডেনো ভাইরাস	ডিম থেকে বাচ্চায় ও বিষ্টার সাহায্যে পাখি থেকে পাখিতে	ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।
(৪)	এভিয়ান এনসেফালো মাইলাইটিস	এন্টারো ভাইরাস	ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায়	ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।
(৫)	ভাইরাল আর্থাইটিস/ টেনোসাইনোভাইটিস	এভিয়ান রিওভাইরাস	ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায়, বিষ্টার মাধ্যমে মুরগী থেকে মুরগীতে	ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।
(৬)	ইনফেকশাস সাইনো ভাইটিস	মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি	ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায়, সংস্পর্শের মাধ্যমে পাখি থেকে পাখিতে, যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সুস্থ পাখিতে	(১) ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।
(৭)	পুলোরাম রোগ ও ফাউল টাইফয়েড	সালমোনেলা পুলোরাম/সাল-মোনেলা গ্যালিনেরাম	ডিমের মাধ্যমে বাচ্চার, বিষ্টার মাধ্যমে পাখি থেকে পাখিতে, এই ছাড়া মৃত পাখি, লোকজন, যন্ত্রপাতি, খাবার পত্র ইত্যাদি।	(১) ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।
(৮)	এগ ড্রপ সিন্ড্রোম	এডেনো ভাইরাস	ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায়	ক্ষেত্র মত পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলার মাধ্যমে ধ্বংস।

তফসিল-৬

নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

স্থাপনার ধরণ		যাহার নিকট নিবন্ধনের আবেদন করিতে হইবে।
১.	পশু হাসপাতাল	পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
২.	রোগ নির্ণয় গবেষণাগার	পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
৩.	শুক্রানু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা	পরিচালক (সম্প্রসারণ) পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪.	পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ কারখানা	পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন) পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।
৫.	পশুর খামার	
(ক)	হাঁস-মুরগী খামার	
(১)	গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার	মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
(২)	প্যারেন্ট স্টক খামার	সংশ্লিষ্ট জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা।
(৩)	বাণিজ্যিক খামার	সংশ্লিষ্ট জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা।
	গবাদি পশু খামার	
(১)	গরু বা ষাঁড়, পাঁঠার দাতা গাভী বা ছাগীর খামার (প্রজনন)	সংশ্লিষ্ট জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা।
(২)	গবাদিপশুর বাণিজ্যিক খামার	সংশ্লিষ্ট জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা।
(৩)	অন্যান্য খামার	মহাপরিচালক, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

তফসিল-৭(ক)

দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খুচরা বিক্রয় স্থাপনা পরিচালনার শর্তাবলী ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

১. দুধে ন্যূনতম নিম্নোক্ত উপাদান থাকিতে হইবে—

(ক) ৩.৫০% দুধ চর্বি (Milk Fat)

(খ) ৮.৫০% অ-চর্বিজাতীয় দুগ্ধ কঠিন পদার্থ (Solid Not Fat)।

১.২ নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ থাকিবে না—

(ক) অতিরিক্ত পানি।

(খ) অবৈধ খাদ্য সংযোজন দ্রব্য (Baned Feed Additives)।

(গ) অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য অথবা অননুমোদিত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য।

(ঘ) এন্টিবায়োটিক এবং কীট নাশকের অবশেষ।

১.৩. দুধ ঠান্ডা করা যাইতে পারে কিন্তু অনুমোদিত মাত্রার অতিরিক্ত তাপ, রশ্মিপাত বা অন্য কোন প্রকার ভৌত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যাইবেনা।

১.৪. দুধের স্বাভাবিক কোন উপাদান বাহির করা যাইবে না।

১.৫. রিডাকটেস পরীক্ষায় মিথাইলিন ব্লু এর রং ৪ ঘন্টার কম সময়ে বিবর্ণ হইবে না।

২. **দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনার অবকাঠামো ঃ—**

২.১. স্থাপনাটি এমন জায়গায় হইতে হইবে যেখানে ধোঁয়া ধুলাবালি, কোন প্রকার গন্ধ এবং অন্য কোন দুষিত বায়ু যাহা দুধকে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুষিত করে তাহা থাকিতে পারিবে না।

২.২. প্রক্রিয়াজাতকরণ চত্বরটি সর্বদাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। ক্ষতিকর প্রাণী, ইঁদুর, পোকামাকড় বাসা বাধিঁতে পারে এমন বস্তু যেমন (বাক্স, খালি বোতল, আবর্জনা বা অন্য কোন বস্তু) চত্বরের কোথাও স্তূপাকারে রাখা যাইবে না। সার্বক্ষণিক সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিতে হইবে।

২.৩ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট এর নকশাটি এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রক্রিয়াজাতকৃত দুধ দুষণের সম্ভাবনা না থাকে। বিশেষতঃ কাঁচা দুধ থেকে প্রক্রিয়াজাত করণ পর্যন্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় যেন কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত দুধ কাঁচা দুধ সংরক্ষণের এলাকায় ফেরত নেওয়া যাইবে না।

২.৪. প্রক্রিয়াজাত করণ স্থাপনায় নিম্নোক্ত সুবিধাদি থাকিতে হইবে—

(ক) কাঁচা দুধ সংরক্ষণ ও ঠান্ডা করণের (Chilling) পর্যাপ্ত সুবিধা।

(খ) পর্যাপ্ত হিমায়িতকরণ (Freezing) সুবিধা।

(গ) কাঁচা দুধ, প্রক্রিয়াজাতকৃত দুধ এবং দুগ্ধ সামগ্রীর মান নির্ণয় বিষয়ক প্রাথমিক Microbiological & Chemical পরীক্ষা করার সুবিধা সম্পন্ন একটি গবেষণাগার।

(ঘ) কর্মীদের কাপড়, জুতা ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য সুবিধাজনক ও পর্যাপ্ত সরঞ্জামসহ একটি কক্ষ।

(ঙ) সম্পূর্ণ স্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানির সার্বক্ষণিক সরবারহ।

(চ) পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা।

(ছ) স্বাস্থ্য সম্মত পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা।

(জ) সকল খোলামুখে ধুলাবালি, পোকামাকড়, ক্ষতিকর প্রাণী, পাখি, ইঁদুর ইত্যাদি প্রতিরোধকারী উপকরণ লাগানো।

(ঝ) ইঞ্জিন কক্ষটি সম্পূর্ণ আলাদা থাকিবে ও প্রবেশ পথ প্লান্টের বাহিরে থাকিবে।

২.৫. দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করণের সকল কক্ষের—

(ক) মেঝে স্থায়ী, অভেদ্য ও অপিচ্ছিল উপকরণ দ্বারা এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যেন ইহা সহজেই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায়(সন্তোষজনক নিষ্কাশণ নিশ্চিত করার জন্য) মেঝের ঢালুর অনুপাত হবে ১ঃ৪০। দেয়াল ও মেঝের সংযোগগুলো ১৫ সেঃ মিঃ উচ্চ করিয়া ভরাট থাকিবে। সকল নিষ্কাশন পথে জাল ও ঝাঁজরি লাগানো থাকিতে হইবে।

(খ) দেয়ালের ভেতর-পৃষ্ঠ দীর্ঘস্থায়ী, অভেদ্য, ধৌত উপযোগী ও হালকা রং এর কমপক্ষে ২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হইতে হইবে।

(গ) ছাদের ভেতরের-পৃষ্ঠসহ প্লান্টের সকল ভেতর-পৃষ্ঠ এমনভাবে তৈরী হইতে হইবে যাহাতে ছত্রাক জন্মানো ও ময়লা আটকানোর সম্ভাবনা কম থাকে এবং সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা যায়।

(ঘ) বায়ু চলাচল পর্যাপ্ত হইতে হইবে।

(ঙ) স্বাভাবিক ও কৃত্রিম আলো পর্যাপ্ত ও স্বাভাবিক রং এর হইবে। কক্ষে আলোর তীব্রতা ২২০ লাক্স এবং পরিদর্শন এলাকায় ৫৪০ লাক্স এর কম হইবে না।

৩. দুগ্ধ প্লান্ট ঃ

দুগ্ধ প্লান্ট আবদ্ধ পদ্ধতির হইবে এবং স্থাপনাটি এমন যাহাতে দুধ ও দুগ্ধ সামগ্রী বাহিরের পরিবেশের সংস্পর্শে না আসে ও মানুষের সংস্পর্শে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা যায়। সরঞ্জামাদির কার্যকারিতা নষ্ট না করে সম্পূর্ণ প্লান্টটি সর্বাধিক পরিমাণ পরিস্কার ও জীবাণু মুক্ত করার সুবিধা থাকিতে হইবে।

৩.১ প্লান্টের সকল যন্ত্রাংশ স্টেইনলেস স্টীল দ্বারা তৈরী হইবে। দুগ্ধ সঞ্চালন লাইনে দুধের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিশ্চত করিতে হইবে। লাইনের সকল ভাল্ব ও কর্কসমূহ এমন ভাবে লাগাইতে হইবে যেন পরিষ্কার ও পরিদর্শনের জন্য সহজে খোলা যায়।

৩.২ দুগ্ধ ট্যাংকার থেকে মজুদ ট্যাংকে অথবা একপাত্র থেকে অন্য পাত্রে স্থানান্তরের জন্যে ব্যবহৃত পাইপ (Milk hose) এমন ফুড গ্রেড (Food grade) উপকরণ দ্বারা তৈরী হইতে যাহা শক্তিশালী এসিড প্রতিরোধী ও দুধকে বিনষ্ট করিবে না।

৩.৩ সরঞ্জাম, পাত্র (Milk churns), ট্রে ইত্যাদি স্টেইনলেস স্টীল বা এলুমিনিয়াম এর তৈরী হইতে হইবে যাহাতে উক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে সহজে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায়।

৩.৪. দুধ প্যাকিং এর জন্য ব্যবহৃত টুল, টেবিল অবশ্যই স্টেইনলেস স্টীল অথবা এলুমিনিয়াম এর তৈরী, মরিচারোধক এবং সহজে পরিষ্কার উপযোগী হইতে হইবে।

৪. **দুধ হ্যান্ডলিং (Handling) ঃ**

দুধের মান ঠিক রাখার নিমিত্তে দুধ হ্যান্ডলিং পদ্ধতি অবশ্যই মৃদু (gentle) হইতে হইবে যাহাতে ফেনা উঠা এড়ানো যায়।

৪.১. খামারে দুধ অবশ্যই বদ্ধ পাত্রে ছায়া যুক্ত স্থানে রাখিতে হইবে এবং অনূর্ধ্ব ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে ঠান্ডা করার জন্য পাঠাইতে হইবে।

৪.২. ফিল্ড প্লান্টে আসা দুধ অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ছাঁকিয়া (Filter) ৩° হইতে ৪° সেঃ তাপমাত্রায় ঠান্ডা করিতে হইবে। প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪.৩. গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য ৩° থেকে ৪° তাপমাত্রায় তাপ নিরোধক ট্যাংকে পরিবহন করিতে হইবে। লরীতে পরিবহনের ক্ষেত্রে দুগ্ধ পাত্র (Milk churns) অবশ্যই আবদ্ধ লরীতে পরিবহন করিতে হইবে এবং সর্বাধিক ২ (দুই) ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই ঠান্ডা (chilled) করিতে হইবে।

৫. **দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ**

৫.১. নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে দুধ পাস্তুরিত (Pasteurised) করা যাইবে—

(ক) ব্যাচ পাস্তুরাইজেশন ঃ- হোমোজেনাইজার (Homogeniser) সঞ্চালিত (Pass) করার পূর্বে ৬৩° ফাঃ ৬৫° ফাঃ তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত গরম হইবে। পরবর্তীতে দুধ অবশ্যই ১০° সেঃ এর কম তাপমাত্রায় শীতল করিতে হবে এবং কোল্ডরুমে (Cold room) ৩°—৪° সেঃ তাপমাত্রায় প্যাকিং ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) "উচ্চ তাপমাত্রায় স্বল্প সময়" পাস্তুরিত করণ ঃ—এই পদ্ধতিতে দুধ ৬৫° সেঃ পর্যন্ত গরম করে হোমোজেনাইজার (Homogeniser) এর মাধ্যমে সঞ্চালিত করর পর পাসচুরাইজার (Pasturisor) এ ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং কমপক্ষে ৭৩° সেঃ তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড তাপমাত্রায় গরম করিতে হইবে। পাস্তুরিত দুধ দ্রুত ১০° সেঃ এর নীচে ঠান্ডা করিয়া প্যাকেট করতঃ ৩° সেঃ-৪° সেঃ তপমাত্রায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫.২. জীবাণুমুক্ত (Sterilsed) দুধ উৎপাদন পদ্ধতিতে দুধ প্রথমে Homogenise করিতে হইবে এবং কমপক্ষে ১০০° সেঃ উপরে তাপ প্রয়োগের পর জীবাণুমুক্ত পাত্রে রাখিতে হইবে।

৫.৩. আলট্রাহিট ট্রিটেড (Ultarheat treated) দুধ ১৩৫° সেঃ তাপমাত্রার উপরে ৩-৫ সেকেন্ড রাখিবার পর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় (Room temperature) দ্রুত ঠান্ডা করিয়া জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬. দুধ প্যাকেটজাত করণ (Packaging) ঃ

৬.১. প্যাকেটজাত করণের প্রক্রিয়ায় ফিলিং মেশিন (Filling machine), ভাল্ব, আনুষংগিক যন্ত্রপাতি ও দুধ প্রবাহের নলসমূহ অবশ্যই—

(ক) ব্যবহারের পূর্বে এবং ব্যবহারের অব্যবহিত পরে খাদ্য ব্যবহার করা যায় অনুমোদিত এমন রাসায়নিক পদার্থ (approved food grade chemicals) দ্বারা দুধের পাত্র পরিষ্কার করিতে হইবে ও দুধ রাখিতে হইবে।

(খ) দুধ এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে সার্বক্ষণিক ভাবে দুষণমুক্ত থাকা নিশ্চিত হয়।

৬.২. দুধ প্যাকিং অথবা বোতলজাতকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত সকল পাত্র, সরঞ্জাম, ব্যবহারের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে খাদ্যে ব্যাবহার করা যায় অনুমোদিত এমন রাসায়নিক পদার্থ (approved food grade chemicals) দ্বারা পরিষ্কার করিতে ও রাখিতে হইবে।

৬.৩. প্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত সকল বোতল এবং অন্যান্য প্যাকিং সামগ্রী অবশ্যই পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং ব্যবহারের পূর্বে যথাযথ ভাবে পরীক্ষিত হইতে হইবে।

৭. কর্মীদের পোষাক পরিচ্ছদ ঃ

৭.১. দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকিং, হ্যান্ডলিং (Handling), এবং বিক্রয় প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি নিম্নরূপ পোষাক পরিধাণ করিবেন।

(ক) কাপড়ের উপরে হালকা রংয়ের পরিষ্কার আলখাল্লা (Outeroverall) অথবা এপ্রোন।

(খ) মাথায় হালকা রং-এর যথোপযুক্ত টুপি ব্যবহার করিতে হইবে। পুনব্যবহার যোগ্য টুপি হইলে তাহা পরিষ্কার ও ধৌত করণের উপযুক্ত হইতে হইবে।

৮. কর্মীদের আচরণ (Behaviour) ঃ

৮.১ বিক্রয়ের জন্য দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকিং বা হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে—

(ক) হাত শরীর ও পোষাক পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

(খ) হাত-পায়ের নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

(গ) মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাওয়ার পূর্বে এপ্রোন ও টুপি খুলিয়া লইবে।

(ঘ) প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পরে জীবাণুনাশক সাবান দ্বারা ভালভাবে হাত ধৌত করিবে।

৮.২. দুগ্ধ প্লান্ট (Plant) এলাকার ভিতর থুতু, কফ, নাকের শ্লেষা ফেলা, ধুমপান করা, পান খাওয়া, জর্দা খাওয়া চুইংগাম চিবানোসহ কোন কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ।

৮.৩. কর্মীগণ অবশ্যই সংক্রামক রোগমুক্ত হইবে। সন্দেহভাজন কোন কর্মী দ্বারা কাজ করানো যাইবেনা এবং চিকিৎসকের রোগ মুক্তি সনদ প্রদর্শন ছাড়া তাকে পুনরায় কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

৯. দুধ পরিবহন (Transportation) ঃ

৯.১. দুধ পরিবহনের গাড়ী কাঠ, ধতব পদার্থ, তাপনিরোধক প্লাস্টিক (Themoplastic) অথবা অন্য কোন কঠিন পদার্থ দিয়া আবৃত থাকিবে এবং সকল খোলা অংশ অবশ্যই সূর্যালোক হইতে সুরক্ষিত থাকিবে। পরিবহন গাড়ীতে দুধের তাপমাত্রা ৩-৪° সেঃ রাখিবার মত যান্ত্রিক ঠান্ডাকরণ (Cooling) পদ্ধতি সংযোজিত থাকিতে হইবে।

৯.২. যান্ত্রিক ঠান্ডাকরণ সুবিধা নাই এমন গাড়ীতে তাপ নিরোধক বাক্সে ৩-৪° সেঃ তাপমাত্রা বজায় রাখিয়া দুধ পরিবহন করিতে হইবে।

৯.৩. দুধ পরিবহনের গাড়ীতে দুধ ছাড়া অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী যেমন মাংস বা এমন কোন বস্তু যাহা দুধকে সংক্রমিত বা নষ্ট করিতে পারে তাহা বহন করা যাইবে না।

১০. খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান (Location) ঃ

১০.১. দুধ সংক্রমিত হইতে পারে এমন কোন জায়গা ছাড়া যে কোন সুবিধাজনক জায়গা।

১০.২. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং সহজে পরিষ্কারযোগ্য হইতে হইবে।

১০.৩. বিশুদ্ধ পানির সার্বক্ষণিক সরবরাহ থাকিতে হইবে।

১০.৪. স্বাস্থ্য সম্মত নিষ্কাষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা থাকিতে হইবে।

১১, খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের গঠন (Structure) ঃ

১১.১. জায়গাটি সহজে পরিস্কারযোগ্য ও প্রয়োজনে মেরামতযোগ্য হইতে হইবে।

১১.২. জায়গাটিতে নিম্নোক্ত সুবিধা থাকিতে হইবে—

(ক) দুধ ৭° সেঃ এর নীচে সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ঠান্ডাকরণ (Chilling) সুবিধা অথবা তাপনিরোধক বাক্স ও বরফ।

(খ) সহজে পরিষ্কারযোগ্য, স্বনিষ্কাশনযোগ্য, মরিচা প্রতিরোধী ও ডিটারজেন্ট (Detergent) দ্বারা ধোয়া যায় এমন মসৃন পৃষ্ঠ বিশিষ্ট টেবিল।

(গ) সূর্যের সরাসরি আলো থেকে দুধকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ছায়া বা ক্যানপি (Canopyy).

১২. দুধ বিক্রয় ও পরিবেশন ঃ

১২.১. বিক্রয়ের জন্য দুধের তাপমাত্রা **৭°** সেঃ এর উপরে থাকিবে না।

১২.২. ঠান্ডাভাবে পরিবেশনের ক্ষেত্রে দুধের তাপমাত্রা ৭° সেঃ এর নীচে থাকিবে এবং গরম দুধ পরিবেশনের ক্ষেত্রে দুধ ফুটানো হইতে হইবে এবং পরিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত ৬৩° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১২.৩. ৭° সেঃ তাপমাত্রার নীচে ঠান্ডা (Refrigerated) কেবিনেটে দুধ প্রদর্শন করা যাইবে।

তফসিল ৭(খ)

গবাদিপশুর শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্রুণ উৎপাদন ও স্থানান্তর, দাতা গাভী, ষাঁড়, পাঁঠা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্রিডিং সেন্টার পরিচালনার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের শর্তাবলী ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

১। প্রজননের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত নীতিমালার অনুসরণ ।

২। পশু সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ব্যয়সহ পশুর বাসস্থান, ল্যাবরেটরী স্থাপন ও দপ্তর পরিচালনার জন্য উপযুক্ত আর্থিক সামর্থ্য থাকা ।

৩। পশু পালনে প্রতি ষাঁড়ের জন্য ২০-৩০ শতক জমি থাকা ।

৪। পশুর বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঘর (Shed) ও পৃথকীকরণ সুবিধা (Isolation facilities) থাকা ।

৫। যন্ত্রপাতি, বিধৌতকরণ সামগ্রী, সিমেন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরীক্ষাকরণ মূল্যায়নের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা থাকা ।

৬। সঙ্গনিরোধের জন্য ঘর থাকতে হবে এবং সঙ্গনিরোধ ঘর পশুর স্বাভাবিক বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত ঘর ও সিমেন গবেষণাগার থেকে কমপক্ষে ১০০ মিটার দূরে থাকা ।

৭। গবেষণাগার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদের স্বাভাবিক অবস্থায় গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত (Restricted) থাকা ।

৮। যাতায়াত সুবিধা থাকা ।

৯। পশুস্বাস্থ্য রোগ ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় উপযুক্ত জনবল (রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারীয়ান ও সহযোগী সাব-টেকনিক্যাল জনবল) থাকা । মহাপরিচালক সময় সময় কার্যালয় স্মারকের মাধ্যমে খামার বা ল্যাবরেটরীর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জনবল নির্ধারণ করিবেন ।

১০। প্রয়োজনীয় উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ (সিমেন এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ গবেষণাগার থাকা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ) গবেষণাগার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত জনবল (প্রাতিষ্ঠানিক সনদধারী রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারীয়ান ও সহযোগী জনবল) দিয়ে গবেষণাগার পরিচালনা করা ।

(ক) তরল সিমেনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ গবেষণাগার থাকা ঃ

যেমন—(১) আলাদা সিমেন সংগ্রহ ঘর ও ট্রাভিস (২) আর্টিফিসিয়াল ভেজাইনা (এ.ভি) ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি (৩) কালেকশন ভায়াল (৪) মিজারিং সিলিন্ডার (৫) কণিক্যাল ফ্লাক্স (৬) মাইক্রোস্কোপ (৭) হট ওয়াটার ওভেন (৮) স্টেরিলাইজার (৯) ওয়াটার বাথ (১০) চার্নিং মেশিন (১১) ফ্রিজ (১২) সিমেন ভায়াল (১৩) ফটোমিটার (১৪) ব্রাশ (১৫) ফিল্টার পেপার (১৬) কটন (১৭) পাইড (১৮) কভার স্লিপ (১৯) ওয়েট ব্যালেন্স (২০) ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার (২১) স্যাভলন (২২) ক্যামিকেলস ও মেডিসিন ইত্যাদি ।

(খ) হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ গবেষণাগারের ও অন্যান্য সুবিধাদি থাকা ঃ যেমন—(১) আলাদা সিমেন সংগ্রহ ঘর ও ওয়াশিং এবং ট্রাভিস (২) মাইক্রোস্কোপ (মনিটরসহ) (৩) চার্নিং মেশিন (৪) সিলিং ফিলিং মেশিন (৫) তরল নাইট্রোজেন ট্যাংক (ভ্যার্টিক্যাল-১২৫ লিটার) (৬) ফ্রিজার মেশিন (৭) প্রিন্টিং মেশিন (৮) ডিস্টিল ওয়াটার প্লান্ট (৯) সিমেন কনটেইনার (১০) নাইট্রোজেন কনটেইনার (১১) কম্পিউটার (১২) ফটোমিটার (১৩) কণিক্যাল ফ্লাক্স (১৪) মিজারিং ও আইস সিলিন্ডার (১৫) পাইড ও কভার স্লিপ (১৬) সিমেন স্ট্র (১৭) কৃত্রিম যোনী (Artificial Vagina) (১৮) ফিল্টার পেপার (১৯) ফ্রকটোস (২০) গ্লিসারিন (২১) লিটমাস পেপার (২২) কালেকশন ভায়াল (২৩) থার্মোফ্লাক্স (২৪) থার্মোমিটার (২৫) ফ্রিজ (২৬) ওয়াটার বাথ (২৭) ওভেন (২৮) স্টেবিলাইজার (২৯) ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার (৩০) কটন (৩১) ওয়েট এন্ড ব্যালেন্স (৩২) সিজার (৩৩) সিরিঞ্জ (৩৪) ক্যামিক্যালস ও মেডিসিন (৩৫) জেনারেটর (৩৬) এন্টিসেপটিক ও রিলেটেড ক্যামিক্যালস (৩৭) হাইজিন ম্যানেজমেন্টের জন্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ।

১১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন কর ও শুল্ক নিয়মিত পরিশোধ করিবেন ।

১২। কর্ম পরিচালনার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পশুসম্পদ বিভাগে প্রেরণ করিবেন । ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করিবেন ।

১৩। জনস্বার্থে ভেটেরিনারী কর্মকর্তা কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন মূল্যায়নে সহযোগিতা প্রদান করিবেন ।

১৪। প্রজনন ষাঁড়ের স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততা নির্ধারণে ভেটেরিনারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রজনন সংক্রান্ত ও জুনটিক রোগমুক্ত সনদপত্র সংরক্ষণ করিবেন । বিশেষত নিম্নবর্ণিত রোগগুলো ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা করিয়া সনদপত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং পরীক্ষার প্রতিবেদন মহাপরিচালক পশুসম্পদ অধিদপ্তরকে অবহিত করিবেন ঃ

(ক) ব্রুসেলোসিস (Brucellosis) (খ) যক্ষা (Tuberculosis) (গ) বোভাইন ভাইরাল ডায়রিয়া মিউকোজাল রোগ (Bovine Viral Diarthoea Mucosal Disease) (ঘ) ইনফেকসাস বোভাইন রাইনো ট্রাকিয়াইটিস (Infections Bovine Rhinotracheitis) (IBR) (ঙ) ইনফেকসাস পাসচুলার ভালভো ভেজানাইটিস (Infectious Pastular Vulvo Vaginitis) (চ) ক্যামপাইলো ব্যাকটেরিওসিস (Campylobacteriosis) (ছ) ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis) (জ) ক্ষুরা রোগ (Foot and Mouth) ।

১৫। পশুসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে সিমেন সরবরাহে কোন ষাঁড় পরীক্ষায় অনুপযুক্ত প্রমাণিত হইলে তাহা বাতিল করার নির্দেশ পালন করিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবেন ।

তফসিল ৭(গ)

গ্রান্ড গ্র্যান্ড/গ্রান্ড প্যারেন্ট (জিজিপি/জিপি) স্টক খামার স্থাপন এর শর্তাবলী ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

১। লোকালয়ের বাহিরে গ্রান্ড গ্র্যান্ড/গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন করিতে হইবে।

২। খামারের চতুর্দিকের কমপক্ষে ৫ কিঃমিঃ এর মধ্যে গবাদি পশু, পাখির খামার, মিট প্রসেসিং কারখানা এবং অন্য কোন ভারী শিল্প কারখানা থাকিতে পারিবে না।

৩। অবশ্যই এনভাইরানমেন্টাল কন্ট্রোল হাউজ হইতে হইবে।

৪। উন্নত বায়ো-সিকিউরিটি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিজস্ব রোগ নির্ণয়ের ল্যাবরেটরী থাকিতে হইবে।

৬। হ্যাচারী ওয়েস্ট (ENG) অসুস্থ/মৃত বার্ড অপসারণের জন্য ইনসিনারেটর থাকিতে হইবে।

৭। হ্যাচারী সর্বদা সিঙ্গেল স্টেজ হইতে হইবে।

৮। নিজস্ব ফিড মিল থাকিতে হইবে।

৯। লোকালয়ে কোন দুর্গন্ধ/অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১০। অসুস্থ মুরগী পরিচর্যার জন্য পৃথক সেডের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১১। খামারের পরিচর্যায় কর্মরত সকলের খামারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১২। পাখির ইতিহাস, রোগাক্রান্তের হার, রোগের লক্ষণ, প্রদত্ত চিকিৎসা, মৃত্যুহার, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, ল্যাবরেটরী পরীক্ষার রিপোর্ট, রোগের স্ক্রিনিং পদ্ধতি, স্ক্রিনিং এর ফলাফলসহ রোগ সংক্রান্ত রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবেন এবং পশুসম্পদ অধিদপ্তরকে নিয়মিত সরবরাহ করিতে হইবে।

১৩। অভিজ্ঞ ভেটেরিনারীয়ানের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে খামার পরিচালিত হইতে হইবে।

১৪। গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক ভার্টিক্যাল ডিজিজ মুক্ত হইতে হইবে।

১৫। গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক/প্যারেন্ট স্টক বাচ্চা সরবরাহের সাথে অবশ্যই ভেটেরিনারি কর্মকর্তা প্রদত্ত হেল্‌থ সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে।

১৬। বিক্রিত প্যারেন্ট বাচ্চা কোন হ্যাচারীতে পাঠান হইয়াছে তার রেকর্ড সংরক্ষণকরণ।

১৭। খামারে বর্জ্য (ব্যবহৃত লিটারসহ) অপসারণের আধুনিক ব্যবস্থাপনা থাকিতে হইবে।

১৮। খামার নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে।

তফসিল ৭(ঘ)

প্যারেন্ট খামার স্থাপন এর শর্তাবলী ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

১। লোকালয়ের বাহিরে খামার স্থাপন করিতে হইবে।

২। খামারের চতুর্দিকে ২ কিঃমিঃ মধ্যে কোন কমার্শিয়াল/প্যারেন্ট স্টক ফার্ম থাকিতে পারিবে না।

৩। উন্নত বায়ো-সিকিউরিটি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। ওপেন সেডের ক্ষেত্রে এক সেড থেকে অন্য সেডের দূরত্ব কমপক্ষে ৬০ ফিট হইতে হইবে এবং সেডের উচ্চতা হইবে মেঝে থেকে ১২ ফিট।

৫। মৃত পাখি ডিসপোসালের জন্য ইনসিনারেটর থাকিতে হইবে।

৬। খামারের স্থান জলাবদ্ধতা মুক্ত উচ্চ ও শুষ্ক জমি হইতে হইবে।

৭। লোকালয়ে কোন দুর্গন্ধ/অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৮। দূষণমুক্ত পরিবেশ থাকিতে হইবে।

৯। অসুস্থ মুরগী পরিচর্যার জন্য পৃথক সেডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০। খামারে লোকজন/যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সম্মত ফুটপাত/পোষাক ও বুটের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১১। চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১২। খামারে টিকা প্রদান সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৩। মুরগী ভার্টিক্যাল ডিজিজ মুক্ত হইতে হইবে।

১৪। বাচ্চা সরবরাহের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি কর্মকর্তার হেল্‌থ সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে।

১৫। অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক যে কোন তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। খামারে বর্জ্য (ব্যবহৃত লিটারসহ) অপসারণের আধুনিক ব্যবস্থাপনা থাকিতে হইবে।

১৭। খামার নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে।

তফসিল ৭(ঙ)

বাণিজ্যিক খামার (জিপি ও পি এস বাদে) স্থাপন এর শর্তাবলী ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

১। একটি বাণিজ্যিক খামার থেকে আর একটি বাণিজ্যিক খামারের দূরত্ব কমপক্ষে ২০০ মিটার হইতে হইবে।

২। কন্ট্রোল বা ওপেন সিস্টেম হাউজ হইতে হইবে।

৩। ওপেন হাউজের ক্ষেত্রে সেড থেকে সেডের দূরত্ব ৪৫ ফিট হইতে হইবে।

৪। বাজারজাত করার সময় ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট হইতে জনস্বাস্থের ক্ষতি হইবে না অর্থাৎ স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার সনদপত্র নিতে হইবে।

৫। খামারের স্থান জলাবদ্ধতা মুক্ত উচ্চ ও শুষ্ক জমি হইতে হইবে।

৬। লোকালয়ে কোন দুর্গন্ধ/অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৭। খামারে দূষণমুক্ত পরিবেশ থাকিতে হইবে।

৮। অসুস্থ মুরগী পরিচর্যার জন্য পৃথক সেডের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৯। খামারে লোকজন/যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত ফুটপাত/পোষাক ও বুটের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১০। চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১১। খামারে রোগাক্রান্তের হার, লক্ষণ, প্রাদুর্ভাবের সময় চিকিৎসা, পোস্টমর্টেম পরীক্ষার রিপোর্ট ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলসহ রোগ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং কোন প্যারেন্ট স্টক বা খামার থেকে বাচ্চা সংগৃহীত তাহার রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১২। মৃত বার্ড ডিসপোজালের জন্য কমপক্ষে পিট থাকিতে হইবে। লিটার ম্যানেজমেন্টের জন্য কমপোস্ট সিস্টেম থাকিতে হইবে। মৃত মুরগী পিটে ফেলিতে হইবে।

১৩। খামারে উন্নত বায়ো-সিকিউরিটি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৪। বিক্রয়ের সময় চালান/রশিদ দিতে হইবে।

১৫। আবাসিক বাড়ীর ভিতরে কোন বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করা যাইবে না।

১৬। খামার নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে।

তফসিল ৭ (চ)

বেসরকারী ভেটেরিনারি ল্যাবরেটরী স্থাপন এর শর্তাবলী ঃ

[বিধি- ১৮ দ্রষ্টব্য]

১। ল্যাবরেটরী স্থাপনের ক্ষেত্রে একজন রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান থাকিতে হইবে। ল্যাবরেটরী হইতে প্রদত্ত রিপোর্টে ভেটেরিনারিয়ানের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

২। ল্যাবরেটরী হইতে নিয়মিত রিপোর্ট পশুসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। মহা-পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে কোন সময় ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিদর্শন করিতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। ল্যাবরেটরী নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে।

৫। সেকশন অনুযায়ী পৃথক পৃথক কক্ষ থাকিতে হইবে।

৬। প্রতি সেকশনে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৭। নমুনা জমাদানকারী ও রিপোর্ট সংগ্রহকারীদের জন্য রিসেপশন কক্ষ থাকিতে হইবে।

৮। পোশাক পরিবর্তনের আলাদা কক্ষ থাকিতে হইবে।

৯। ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও প্যাথোজেনসমূহের নিবন্ধনসহ তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব নির্দিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপর অর্পণ করিতে হইবে।

১০। বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান, টেকনিশিয়ান, এটেনডেন্ট থাকিতে হইবে।

১১। বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা/পরিবেশ দূষণমুক্ত ও সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১২। প্রটেকশন ক্লোথ, গ্লাভস ইত্যাদি থাকিতে হইবে।

১৩। অনুবীক্ষণ যন্ত্র থাকিতে হইবে।

১৪। ইনকুবেটরসহ জীবাণু চাষের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি থাকিতে হইবে।

১৫। অটোক্লেভ যন্ত্র, সেফটি কেবিনেট, সেন্টিফিউজ মেশিন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি থাকিতে হইবে।

১৬। ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার গ্লাস ওয়ার থাকিতে হইবে।

১৭। ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার মিডিয়া থাকিতে হইবে।

১৮। ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল, রি-এজেন্ট থাকিতে হইবে।

১৯। ল্যাবরেটরীর কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় প্লাস্টিক ওয়ার থাকিতে হইবে।

২০। ইনসিনারটের থাকিতে হইবে।

২১। গবেষণাগারে ব্যবহারের জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি থাকিতে হইবে।

২২। নমুনা এবং পরীক্ষার ফল নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

২৩। কী কী পরীক্ষা করা হইবে তাহার তালিকাসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকিতে হইবে।

২৪। মাসিক প্রতিবেদন ও নোটিফায়েবল (Notifiable) রোগের ক্ষেত্রে বিধি-৪ অনুযায়ী মহাপরিচালক বরাবরে জানাইতে হইবে।

২৫। ল্যাবরেটরী নিবন্ধনকৃত হইতে হইবে।

তফসিল ৭(ছ)

মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপনের শর্তাবলী ঃ

[বিধি - ১৮ দ্রষ্টব্য]

১. **অবকাঠামো (Structure) :**

১.১ প্রক্রিয়াজাত কারখানার নকশা এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যের সংক্রমণের সম্ভাবনা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে। প্রক্রিয়াজাত কালে চূড়ান্ত উৎপাদনের দিকে কাঁচামালের প্রবাহ একমুখী হইবে।

১.২ প্লান্টের জায়গাটিতে নিম্নোক্ত সুবিধাদি থাকিতে হইবে—

(ক) অত্র শর্তাবলী প্যারা ৬.২ এ উল্লেখিত তাপমাত্রার নিচে মাংস ও মাংসজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত রিফ্রিজারেটর (Refrigerated) সংরক্ষণ কক্ষ। এই সকল কক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক থার্মোমিটারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(খ) মাংসজাত পণ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় আলাদাভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য পর্যাপ্ত আকারের সুবিধাজনক কক্ষ থাকিতে হইবে এবং নক্সাটি এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সকল কার্যক্রম স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সম্পন্ন করা যায়।

(গ) অনুমোদিত উৎস হইতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ।

(ঘ) কাজ করার জায়গার কাছাকাছি পর্যাপ্ত সংখ্যক হাত ধোয়ার ব্যবস্থা।

(ঙ) কর্মীদের পোশাক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুবিধাজনক কক্ষ।

(চ) স্বাস্থ্যসম্মত ও পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা।

(ছ) ক্ষতিকর পশুপাখী, পোকামাকড় ইত্যাদি প্রবেশ প্রতিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা।

(জ) পরিচ্ছন্ন শৌচাগার যার দরজা কোন অবস্থাতেই মাংস হ্যান্ডলিং (Handling) এলাকায় সরাসরি খুলিবে না।

১.৩ প্লান্টের মাংস, মাংসজাত পণ্য ও অন্যান্য উপাদান সংরক্ষণের, কাজ করার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল কক্ষের —

(ক) মোঝে হইবে দীর্ঘস্থায়ী, অভেদ্য, অপিচ্ছিল ও অবিষাক্ত উপকরণ দ্বারা এমনভাবে তৈয়ারী যাহাতে মেঝে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায়। নিষ্কাশন মুখে জাল (trap) ঝাঁজরি (gratings) থাকিতে হইবে।

(খ) হালকা রং এর অভ্যন্তরীণ দেয়ালের পৃষ্ঠ হবে মসৃন, দীর্ঘস্থায়ী, অভেদ্য ও ধৌত উপযোগী। দেয়াল ও মেঝের মিলন কোণ বক্রাকারে (rounded) উঁচু করে দিতে হবে।

(গ) সীলিং হইবে মসৃণ, ধৌত উপযোগী, ছত্রাক বিরোধী ও ঘনীকরণ রোধী প্রকৃতির ।

(ঘ) পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে ।

(ঙ) পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো ও কৃত্রিম আলো স্বাভাবিক রং এর হইতে হইবে । কক্ষে আলোর তীব্রতা ২২০ লাক্স এবং পরিদর্শন এলাকায় ৫৪০ লাক্স এর কম হইবে না ।

(চ) জানানাগুলো এমনভাবে তৈরী করা হইবে যাহাতে ধুলাবালি বা ময়লা জমিতে না পারে । জানালা খোলা হইলে পর্দা ব্যবহার করিতে হইবে ।

(ছ) দরজা হইবে মসৃন, শোষণ রোধী (Non absorbent) পৃষ্ঠ সম্পন্ন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ পদ্ধতির ।

(জ) সিড়ি বা আনুষঙ্গিক অবকাঠামো এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যাহাতে এইগুলো হইতে উৎপাদিত পণ্য সংক্রমিত না হয় ।

২. **সরঞ্জাম ঃ**

২.১ সকল কর্মকক্ষে (Work rooms) ছুরি ও অন্যান্য সরঞ্জাম পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার সুবিধাজনক ও পর্যাপ্ত সুযোগ থাকিতে হইবে ।

২.২ মাংসজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল ফিকচারস (fixturs), ফিটিং (Fitting) ইমপ্লিমেন্টস (implements) এবং মাংস বা মাংসজাত পণ্য সংরক্ষণকালে যা কিছু সংস্পর্শে আসে, সেইগুলি হইবে দীর্ঘস্থায়ী, অভেদ্য, ক্ষতিকারক এবং বিষাক্ত নয় এমন উপকরণ দ্বারা তৈয়ারী যাহা সহজেই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায় ।

২.৩ সকল সরঞ্জাম এবং সংরক্ষণ পাত্র এমনভাবে তৈয়ারী হইবে যাহাতে পাত্রের ভিতরের বস্তু বা পাত্র কোনটিই মেঝের সরাসরি সংস্পর্শে না আসে ।

২.৪ যে কক্ষে মাংস থেকে হাড় সরানো এবং মাংস কাটার কাজ করা হইবে সে কক্ষের তাপমাত্রা কখনই ১২° সেঃ এর বেশী হইবে না । প্রয়োজনে শীতাতপ যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে ।

২.৫ মাংস বর্জ্য বা বাতিল মাংস রাখিবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিরোধক (Waterproof) পাত্র (Container) থাকিবে যাহাতে স্পষ্টভাবে "ইহা খাওয়ার উপযোগী নয়" কথাটি লিখা থাকিবে ।

৩. **কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা (Plant operation) ঃ**

৩.১ কারখানার সর্বত্র উচ্চমানসম্পন্ন পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে হইবে এবং এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে, যাহাতে—

(ক) মাংস ও মাংসজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত কক্ষ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম শুধুমাত্র এই কাজেই ব্যবহৃত হইবে ।

(খ) মাংস, মাংসজাত পণ্য অথবা অন্যান্য উপকরণ অথবা ইহাদের পাত্র (Container) মেঝে বা মাটির সংস্পর্শে না আসে অথবা এই সকল (meat etc) পণ্য সংক্রমিত হইতে পারে এমনভাবে সংরক্ষণ বা হাতানো (Handling) যাইবে না ।

(গ) খাবার অনুপযোগী মাংস বা মাংসজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য পাত্রগুলো খালি করার পর পুনঃ ব্যবহারের পূর্বে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে ।

(ঘ) সকল প্রকার সাবান, জীবানুনাশক, ফাংগিসাইড, পেস্টিসাইড ও প্রিজারভেটিভ এমন ধরনের হইতে হইবে এবং এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে মাংস ও মাংসজাত পণ্যের গুণগত মানের পরিবর্তন না ঘটে ।

(ঙ) প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বে কাঁচা মাংসের তাপমাত্রা ১০° সেঃ এর বেশী হইবে না । যেই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব নয় সেই ক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত কাঁচা মাংস ব্যবহার করা পর্যন্ত শীতল (refrigerated) কক্ষে রাখিতে হইবে ।

(চ) বিক্রয়ের জন্য রান্না করা মাংসের কেন্দ্রস্থলে কমপক্ষে ৬৩° সেঃ (১৪৬° ফাঃ) তাপ পৌঁছাইতে হইবে ।

(ছ) রান্না করার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর কেন্দ্রের তাপমাত্রা ৫ ঘন্টার মধ্যে ২০° সেঃ এর নিচে এবং পরবর্তী ৩ ঘন্টার মধ্যে ৭° সেঃ এর নীচে ঠান্ডা করিতে হইবে । এ ধরনের মাংস পরবর্তীতে সরাসরি খাওয়া যাইবে ।

(জ) সকল সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রতিদিন প্রতি শিফট (shift) কাজের শেষে পরিষ্কার ও জীবাণমুক্ত করিতে হইবে ।

(ঝ) মাংস প্রক্রিয়াজাত সংক্রান্ত সকল কাজে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা যাইবে ।

(ঞ) পরিষ্কারকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত বস্তু ও সরঞ্জাম একটি নির্দিষ্ট কক্ষে রাখিতে হইবে ।

৪. **কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি (Personnel hygiene) :**

৪.১ মাংস ও মাংসজাত বস্তু হ্যান্ডলিং (handling) এ নিয়োজিত কর্মী এবং হ্যান্ডলিং এলাকায় আগত দর্শনার্থী সকলকে—

(ক) হালকা রং এর সহজে ধোয়া যায় এমন পরিচ্ছন্ন কাজের পোশাক, জুতা, টুপি, মাস্ক এবং প্রয়োজনে ঘাড়বর্ম (neck shield) ব্যবহার করিতে হইবে ।

(খ) কাজ শুরুর পূর্বে এবং পরে হাত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে ।

(গ) মাংস হাত দিয়া ধরার ক্ষেত্রে পানিরোধক হাত মোজা (gloves) ব্যবহার করিতে হইবে । মাংসে সরাসরি হাত লাগানো পরিহার করিতে হইলে যান্ত্রিক পদ্ধতিই ব্যবহার করা উচিত ।

(ঘ) প্রতিদিন কাজ শেষে পরিধেয় কাপড় ধুইয়া ফেলিতে হইবে ।

৪.২ খোলা (unpacked) মাংস বা মাংসজাত পণ্য হ্যান্ডলিং এ নিয়োজিত কর্মীগণ এমন কিছু ধরিবেন না যাহা হইতে মাংস সংক্রমিত হইতে পারে।

৪.৩ মাংস ও মাংসজাত পণ্য রাখা কোন কক্ষে খাওয়া, পান করা, চুইংগাম চিবানো, ধুমপান বা পান জর্দা ব্যবহার করা যাইবে না।

৪.৪ রোগাক্রান্ত বা খাবারের মাধ্যমে সংক্রমিত হইতে পারে এমন রোগের ব্যক্তি প্লান্টে কাজ করিতে পারিবে না।

৪.৫ কোন ব্যক্তি অন্য কোন কাজে জড়িত থাকিলে এবং তা থেকে মাংস বা মাংসজাত পণ্য সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকিলে ঐ ব্যক্তি সেই কাজ করিতে পারিবেন না।

৪.৬ কারো গায়ে কোন প্রকার ঘা, কাটা বা থেতলানো (abrasion) থাকিলে যদি তা পুঁজযুক্ত (Purulent) হয় এবং পানিরোধক বস্তু দ্বারা ঢাকা থাকে তবে তিনি মাংস বা মাংসজাত পণ্য বা উপকরণ হ্যান্ডলিং করিতে পারিবেন না।

৫. মোড়ানো এবং প্যাকেট করা (wrapping and packing) :

৫.১ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মোড়ানো ও প্যাকিং নির্দিষ্ট জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে করিতে হইবে।

৫.২ পরিবহন বা হ্যান্ডিলিং এর সময় মাংস ও মাংসজাত পণ্যের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট শক্ত উপকরণ দ্বারা মোড়ানো বা প্যাকেট করিতে হইবে এবং মাংসের জৈবিক গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন কোন মোড়ক ভেদ করিয়া মাংসজাত পণ্যের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না।

৫.৩ যেই ক্ষেত্রে মাংসজাত পণ্য পূর্ণ ট্রিটমেন্ট করা হয় না এবং সংরক্ষণ করা যায় না সেই ক্ষেত্রে প্যাকেট এর উপর পরিষ্কার ও সুপাঠ্য নির্দেশনা থাকিতে হইবে—

(ক) পরিবহন ও সংরক্ষণকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

(খ) নির্দেশিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ সময়সীমা।

৬. গুদামজাত করা ও পরিবহন (Storage and transport) :

৬.১ গুদামজাত করার সময় সকল কাঁচা মাংস ও মাংসজাত পণ্য চিহ্নিত করিতে হইবে।

৬.২ নিম্নোক্ত তাপমাত্রায় মাংস ও মাংসজাত পণ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে—

(ক) ঠান্ডাকৃত (chilled) = $+8^\circ$ সেঃ হইতে -8° সেঃ পর্যন্ত

(খ) জমানো (frogen) = –৮° সেঃ হইতে –১২° সেঃ পর্যন্ত

(গ) গভীর ঠান্ডায় জমানো (deep frogen) = –২০° সেঃ হইতে –৭০° সেঃ পর্যন্ত

৬.৩ প্রক্রিয়াজাত কারখানার Rent পর্যন্ত কাঁচা মাংস পরিবহনকালে ৬.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তাপমাত্রা বজায় রাখিতে হইবে।

৬.৪ প্রক্রিয়াজাত কারখানায় মাংস পৌঁছানোর পর অনুচেছদ ৬.২ এ নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬.৫ মাংসজাত পণ্য পবিরহনকালে যাহাতে নষ্ট বা সংক্রমিত না হয় সেইভাবে সুরক্ষণ করিতে হইবে।

৭. **কারখানা পরিদর্শন ঃ**

৭.১ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা জায়গাটি সময় সময় বা প্রয়োজনে যে কোন সময় পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৭.২ গবেষণাগারে পরীক্ষার প্রয়োজনে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

তফসিল ৭(জ)

মাংসের হাড় ছাড়ানো (deborning) ও প্যাকিং (packing) প্লান্ট পরিচালনার শর্তাবলী ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

১. **অবকাঠামো (Structure) :**

১.১ প্যাকেটজাত পণ্যের সম্ভাব্য দূষণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য হাড় ছাড়ানো ও প্যাকিং প্লান্টের নকশা এমন হইবে যেখানে তাজা মাংসের প্রবাহ ঠান্ডাকরণ থেকে হাড় ছাড়ানো, প্যাকিং এবং ফ্রিজারে (freezer) সংরক্ষণ পর্যন্ত একমুখি হইবে।

১.২ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আলাদাভাবে সকল কার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত কক্ষ থাকিবে।

কারখানায় নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি থাকিবে—

(ক) অনুমোদিত উৎস থেকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা।

(খ) পাইপে ঠান্ডা ও গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থা।

(গ) প্রতিটি কক্ষে কাজের জায়গার কাছাকাছি পর্যাপ্ত সংখ্যক হাত ধোয়ার সুবিধা থাকিবে।

(ঘ) কর্মীদের জন্য পোশাক পরিবর্তনের পর্যাপ্ত সুবিধাসহ আলাদা কক্ষ।

(ঙ) স্বাস্থ্যসম্মত পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা।

(চ) বন্য পশু পাখি পোকামাকড় প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

(ছ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় এমন দরজা।

(জ) পরিচ্ছন্ন টয়লেট যার দরজা কাজের জায়গার দিকে খোলা যাইবে না।

(ঝ) প্রক্রিয়াকরণ কক্ষের বাহিরে যন্ত্রপাতি (ছুরি, চাকু) ধারকরণ ও এপ্রন, সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখার জায়গা।

১.৩ **মাংস হ্যান্ডলিং, প্যাকিং সংরক্ষণের সকল কক্ষে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলি থাকিবে—**

(ক) কাজের জায়গায় ২২০ লাক্স (Lux) ও পরিদর্শনের জায়গায় ৬০০ লাক্স (Lux) প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম আলো যাহা স্বাভাবিক রং এর পরিবর্তন ঘটায় না।

(খ) দীর্ঘস্থায়ী, অভেদ্য, অপিচ্ছিল ও অবিষাক্ত উপকরণ দ্বারা তৈরী মেঝে সহজেই পরিষ্কার ও জীবণুমুক্তকরণযোগ্য এবং নিষ্কাশনযোগ্য হইবে।

(গ) নর্দমাগুলো জাল ও ঝাঁঝরি যুক্ত হইবে।

(ঘ) দেয়ালের অভ্যন্তরীণ দিক হবে মসৃণ, দীর্ঘস্থায়ী, অভেদ্য, ধৌতকরণযোগ্য এবং হালকা রং এর। দেয়াল ও মেঝের সংযোগস্থল উঁচু বক্রাকার (Rounded) হইবে।

(ঙ) সিলিং হইবে সম্পূর্ণ পরিষ্কারযোগ্য এবং কোন প্রকার ময়লা বা ধূলাবালি জমা হইবে না।

(চ) দরজা হইবে মসৃণ, শোষণরোধী (non-absorbent) উপকরণ দ্বারা তৈরী এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় এমন।

(ছ) সিঁড়ি বা আনুষঙ্গিক অবকাঠামো এমনভাবে তৈয়ারী হইবে যাহাতে প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় কোনরূপ সংক্রমণের বা দূষণের কারণ না হয়।

২. **সরঞ্জাম ঃ**

২.১ সকল কক্ষে ছুরি এবং সরঞ্জাম পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণের পর্যাপ্ত সুবিধা থাকিবে এবং ৮২° সেঃ এর বেশী তাপমাত্রার পানি সরবরাহ থাকিবে।

২.২ মাংসের সংস্পর্শে আসে এমন সকল উপকরণ হইতে হইবে, দীর্ঘস্থায়ী, অভেদ্য, অক্ষতিকারক, অবিষাক্ত এবং সহজে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারা তৈরী।

২.৩ মাংস কোন অবস্থাতেই মেঝে বা মাটির সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না।

২.৪ মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের সকল কক্ষের তাপমাত্রা ২° সেঃ এর বেশী থাকিবে না।

৩. **ঠান্ডাকরণ যন্ত্র (Chiller) ঃ**

৩.১ চিলার এর তাপমাত্রা বাহির হইতে পর্যবেক্ষণের সুবিধা থাকিতে হইবে।

৩.২ পর্যাপ্ত জায়গা থাকিবে যাহাতে ঠান্ডা বাতাসের প্রবাহ মাংসের নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঠান্ডা করিতে বা বজায় রাখিতে পারে।

৩.৩ যেখানে রেল পদ্ধতিতে কারখানার ভিতর পরিবহন করা হয় সেখানে মাংস বা মাংসজাত দ্রব্য চিলারের দেওয়ালের বা অন্য কোন কাঠামোর সংস্পর্শে আসিবে না।

৩.৪ রেক (Rack) বা তাক হইবে মরিচা ধরেনা এমন বস্তু দ্বারা তৈয়ারী এবং নীচের তাক মেঝে থেকে কমপক্ষে ১৫০ মি. মি. উপরে।

৩.৫ চিলার এর সিলিং ও উপরের অবকাঠামোতে ঘনীভূত পানি জমিবে না।

৩.৬ চিলারের তাপমাত্রা হইবে ০° হইতে ৪° সে.।

৪. **কাটার পূর্বে তাজা মাংস রাখার জায়গা (Pretrim area) ঃ**

৪.১ চিলার ও কাটিং কক্ষের মাঝখানে কাটার পূর্বে তাজা মাংস রাখার জায়গায় ১২° সে. তাপমাত্রা বজায় রাখিতে হইবে।

৪.২ হাতধোয়া ও জীবাণুমুক্তকরণ সুবিধার সাথে উক্ত জায়গায় প্রবেশদ্বার থাকিবে।

৪.৩ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উঁচুতে বা নীচে দাঁড়ানোর স্ট্যান্ড থাকিতে হইবে এবং পরিদর্শন করার জন্য স্ট্যান্ডটি পর্যাপ্ত বড় হইতে হইবে।

৫. হাড় ছাড়ানো, স্লাইস করা (slicing) এবং প্যাকিং কক্ষ ঃ

৫.১ হাড় ছাড়ানো, স্লাইস করা ও প্যাকিং একই কক্ষে করা যাইতে পারে।

৫.২ হাড় ছাড়ানো, মাংস, মূল কার্টুনের ঢাকনা বন্ধ করিয়া সীল (seal) করার পূর্বে কোন উপযোগী কাগজ দ্বারা মোড়ানো বা বায়ুশূন্য প্যাকিং (vacuum packing) করিয়া কাগজের কার্টুনে সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে।

৫.৩ মোড়ানো এবং প্যাকিং নির্দিষ্ট জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে করিতে হইবে।

৫.৪ মোড়ানো এবং প্যাকিং উপকরণ যথেষ্ট শক্ত হইবে, যেন—

(ক) মাংসের গুণগতমান বিনষ্ট হয় না;

(খ) জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন বস্তু যাহাতে প্যাকিং উপকরণের মাধ্যমে মাংসে বাহিত না হয়।

৫.৫ প্যাকিং ও মোড়ানোর ব্যবহৃত উপকরণ পুনঃব্যবহার করা যাইবে না।

৫.৬ হাত ধোয়া স্থানের সাথে জীবাণুমুক্তকরণ ইউনিটের সংযোগ থাকিবে।

৬. ফ্রিজার (Freezer) :

৬.১ ফ্রিজার বলিতে ফ্রিজিং টানেল (tunnel) এবং মাংস রাখার কোন স্টোর বুঝায়।

৬.২ মাংস সার্বক্ষণিকভাবে ১৮° সে. এর মধ্যে রাখার জন্য পর্যাপ্ত রিফ্রিজারেটেড (Refregerated) স্টোর কক্ষ থাকিবে।

৬.৩ ফ্রিজিং কক্ষের তাপমাত্রা ১৮° সে. পর্যন্ত নামানো যায় এমন ফিটিংস দ্বারা তৈরী হইবে।

৬.৪ ফ্রিজারে মাংস সংরক্ষণের পর্যাপ্ত জায়গা থাকিবে এবং তাক ব্যবহার করা হইলে তাহা হইবে মরিচা রোধক উপকরণ দ্বারা তৈরী। নীচের তাক মেঝে হইতে ১৫০ মি. মি. উপরে থাকিবে।

৬.৫ প্লান্টে বাহির থেকে তাপমাত্রা দেখার ব্যবস্থা থাকিবে।

৬.৬ একটি মাত্র ফ্রিজার ব্যবহার করা হইলে ব্যাচ অনুযায়ী মাংস আলাদা আলাদা রাখার সুবিধা থাকিবে।

৬.৭ গো-মাংস রাখার ফ্রিজার অন্য প্রাণীর মাংস বা সী-ফুড রাখার উপযোগী নয়

৭. চর্বি এবং হাড় ছাড়ানো ঃ

৭.১ আলাদা কক্ষ ব্যবহার করিতে হইবে।

৭.২ চর্বি এবং হাড় রাখার কক্ষ হইবে পোকামাকড় ও জীবজন্তু প্রতিরোধী।

৭.৩ চর্বি এবং হাড় প্রতিদিন সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

৮. পরিদর্শন সুবিধা ঃ

৮.১ কমপক্ষে পাঁচটি কার্টুন রাখার উপযোগী টেবিল থাকিবে।

৮.২ টেবিলে অনুমোদিত পরিমাণ আলোর (৬০০ লাক্স) ব্যবস্থা থাকিবে।

৮.৩ হাত ধোয়া ও জীবাণুমুক্তকরণ ইউনিট সহজে ব্যবহার উপযোগী হইতে হইবে।

৯. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য (personal lygiene) :

৯.১ যেখানে মাংসের কাজ হয় সেখানে মাংস হ্যান্ডিলিংকারী ও পরিদর্শকবৃন্দ ঃ—

(ক) হালকা রং সহজেই ধোয়া যায় এমন পোষাক, জুতা ও টুপি ব্যবহার করিবেন।

(খ) প্রতিবার কাজের শুরুতে ও শেষে হাত জীবাণু নাশক দ্বারা ভালভাবে ধুইয়া জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে।

(গ) যেই ক্ষেত্রে মাংস হাতে ধরিতে হয় সেইক্ষেত্রে পানিরোধক হাত মোজা (gloves) ব্যবহার করিতে হইবে।

(ঘ) এমন কোন বস্তু ধরা যাইবে না যাহা হইতে মাংস সংক্রমিত হইতে পারে।

(ঙ) মাংস সংরক্ষিত আছে এমন কক্ষে/জায়গায় পানাহার, ধূমপান, চুইংগাম বা তামাক পান জর্দা ব্যবহার করা যাইবে না।

৯.২ কোন ব্যক্তি সংক্রামক কোন রোগে আক্রান্ত হইলে বা রোগ বহন করিলে তিনি কারখানায় কাজ করিতে পারিবেন না। সুস্থ হইলে ডাক্তারের হেলথ সার্টিফিকেট লইয়া পুনরায় কাজে যোগদান করিতে পারিবেন।

৯.৩ কোন কর্মীর শরীরে কাটা, ছেঁড়া বা ঘা থাকিলে তিনি পানিরোধক বস্তু দ্বারা তাহা ঢাকিয়া কাজ করিতে পারিবেন। অন্য কোন ধরণের ড্রেসিং বা ব্যান্ডেজ কোন অবস্থাতেই কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

১০. পরিবহন ঃ

১০.১ পুনঃপ্যাকিং করা মাংস উপযোগী উপকরণ সংযোজিত বাহনে ১৮° সে. তাপমাত্রার নিচে পরিবহন করিতে হইবে।

১০.২ পুনঃপ্যাকিং করা মাংস এমনভাবে পরিবহন করিতে হইবে যাহাতে পরিবহনকালে প্যাকিং করা মাংস নষ্ট বা সংক্রামিত হইতে না পারে।

১১. পরিদর্শন ঃ

১১.১ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি অফিসার সময়ে সময়ে বা প্রয়োজনে যে কোন সময় কারখানা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

১১.২ গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা যাইবে।

তফসিল ৭(ঝ)

বেসরকারী ভেটেরিনারি হাসপাতাল স্থাপনের শর্তাবলী ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

১. **জমির পরিমাণ**-ন্যূনতম ১৫ শতাংশ

২. **জমির স্থান ঃ**—রাস্তার ধারে এবং যোগাযোগের সুবিধা আছে

৩. **অবকাঠামো ঃ** সীমানা প্রাচীরসহ বায়ু চলাচলের সুবিধা সম্বলিত দালানসহ নিম্নবর্ণিত সুবিধা থাকিতে হইবে ঃ

ক.	অফিস কক্ষ—	১	২
খ.	চিকিৎসকের কক্ষ—	১	
গ.	ঔষধ সরবরাহের প্রস্তুত কক্ষ—	১	
ঘ.	অস্ত্রপচার কক্ষ—	১	
ঙ.	অস্ত্রপচার পরবর্তী কক্ষ—	১	

৪. চিকিৎসার সুবিধাদি পর্যাপ্ত হইতে হইবে ঃ

ক. জীবনরক্ষাকারী ঔষধ এমন পরিমাণের হইতে হইবে যাহাতে ৫০টি পশুর জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন মিটায়।

খ. অস্ত্রপচারের যন্ত্রপাতি, স্টেরিলাইজারসহ জীবাণুমুক্তর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

গ. অণুবীক্ষণ যন্ত্র

ঘ. ইনডোর প্যাসেন্ট রাখার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৫. **জনবল ঃ**—

১.	ভেটেরিনারিয়ান—	১ জন
২.	ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডার—	১ জন
৩.	এ্যানিমেল এটেনডেন্ট—	১ জন

৬. ট্রাবিজ/ছোট পশু রাখার খাঁচা

৭. পশু ও বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার সুবিধা থাকিতে হইবে।

তফসিল ৭(ঞ)

বেসরকারী সাপের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের শর্তাবলী ঃ

[বিধি- ১৮ দ্রষ্টব্য]

১. লোকালয়ের বাহিরে সাপের খামার স্থাপন করিতে হইবে ।

২. খামারের চতুর্দিকে ২ (দুই) কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোন সাপের খামার থাকিতে পারিবে না ।

৩. প্রধান রাস্তা হইতে কমপক্ষে ২৫০ মিটার দূরে খামার স্থাপন করিতে হইবে ।

৪. খামারে উন্নত ধরণের বায়ো-সিকিউরিটি অনুসরণ করিতে হইবে ।

৫. খামারে ভিন্ন ভিন্ন জাতের সাপ পৃথক পৃথক কক্ষে পালন করিতে হইবে ।

৬. খামারের স্থাপনের জন্য জলাবদ্ধতা মুক্ত উঁচু শুস্ক ভূমি নির্বাচন করিতে হইবে ।

৭. পরিবেশ দূষণে সতর্ক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে ।

৮. অসুস্থ সাপের জন্য পৃথক কক্ষ থাকিতে হইবে ।

৯. খামারে পর্যাপ্ত ঔষধ পত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে ।

১০. মৃত সাপ/বর্জ্য পদার্থ ডিসপোসালের জন্য ইনসিনেরটর/পোড়ানোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে ।

১১. খামার পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারী থাকিতে হইবে ।

১২. সাপের কক্ষের চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টন থাকিতে হইবে ।

১৩. বিষধর সাপের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এন্টিভেনাম রাখিতে হইবে ।

১৪. খামারে পর্যাপ্ত সাপের খাবারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে ।

১৫. খামারে সাপ ধরা এবং বিষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকিতে হইবে ।

১৬. খামারে সকল সাপের রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

১৭. খামারের সকল তথ্যাদি নিয়মিত পশুসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে ।

১৮. সাপ হইতে উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে ।

১৯. সাপ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বন্য প্রাণী অধ্যাদেশ আইন মানিয়া চলিতে হইবে ।

২০. বিদেশ থেকে সাপ আমদানির ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট আনিতে হইবে এবং আমদানির পর সঙ্গনিরোধ করিতে হইবে ।

তফসিল ৭(ট)

বেসরকারী কুমিরের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের শর্তাবলী ঃ

[বিধি- ১৮ দ্রষ্টব্য]

১. লোকালয়ের বাহিরে কুমিরের খামার স্থাপন করিতে হইবে।

২. খামারের চতুর্দিকে ২ (দুই) কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোন কুমিরের খামার থাকিতে পারিবে না।

৩. প্রধান রাস্তা হইতে কমপক্ষে ২৫০ মিটার দূরে খামার স্থাপন করিতে হইবে।

৪. খামারে উন্নত ধরণের বায়ো-সিকিউরিটি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫. খামারে ভিন্ন ভিন্ন জাতের কুমির পৃথক পৃথক কক্ষে পালন করিতে হইবে।

৬. পরিবেশ দূষণে সতর্ক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৭. খামারে অসুস্থ কুমিরের জন্য পৃথক কক্ষ থাকিতে হইবে।

৮. কুমিরের পর্যাপ্ত ঔষধ পত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৯. মৃত কুমির ডিসপোসালের জন্য ইনসিনেরেটর/পোড়ানোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১০. খামার পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারী থাকিতে হইবে।

১১. কুমিরের কক্ষের চতুর্দিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টন থাকিতে হইবে।

১২. খামারে পর্যাপ্ত কুমিরের খাবারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৩. খামারে কুমির ধরার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকিতে হইবে।

১৪. খামারে সকল কুমিরের রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৫. খামারের সকল তথ্যাদি নিয়মিত পশুসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৬. কুমির হইতে উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭. কুমির সংগ্রহের ক্ষেত্রে বন্য প্রাণী অধ্যাদেশ আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

১৮. বিদেশ থেকে কুমির আমদানির ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট আনিতে হইবে এবং আমদানির পর সঙ্গনিরোধ করিতে হইবে।

ফরম ১

রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

[বিধি- ৪ দ্রষ্টব্য]

১। **স্থানের তথ্য ঃ**

মালিকের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

স্বামীর নাম ঃ

খ. ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা. সড়ক........................ওয়ার্ড.....................................

ইউনিয়ন/পৌরসভা..................................উপজেলা...

জেলা............................

চৌহরদী (সীমানা).....................

পূর্ব............................

পশ্চিম.......................

উত্তর.........................

দক্ষিণ........................

২. **পশুর বিবরণ ঃ**

(ক) প্রজাতি ঃ

(খ) জাত ঃ

(গ) বয়স ঃ

(ঘ) লিংগ ঃ

(ঙ) রং ঃ

(চ) অন্যান্য ঃ

৩. **রোগের ইতিহাস ঃ**

(ক) লক্ষণ ঃ

(খ) চিকিৎসা ঃ

(গ) প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ঃ

(ঘ) টিকা প্রদান ঃ

(ঙ) আক্রান্তের হার ঃ

(চ) মৃত্যুর হার ঃ

(ছ) গবেষণাগার পরীক্ষা ঃ.....................

৪. **নিদানিক পরীক্ষা (Clinical Examination) ঃ**

(ক) চলাফেরার অবস্থা ঃ...............

(খ) তাপমাত্রা ঃ..............

(গ) নাড়ীর গতি ঃ..............

(ঘ) দুধ উৎপাদন/ডিম ঃ..............

(ঙ) খাদ্য গ্রহণ ঃ..............

(চ) মলমূত্র ঃ...............

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও ঠিকানা

অফিস প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

ফরম ২

সংক্রমিত এলাকার ভিতর দিয়া পশু পরিবহনের নিমিত্ত স্বাস্থ্য সনদপত্র ঃ

[বিধি- ৭(ঝ) দ্রষ্টব্য]

ক. মালিকের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

স্বামীর নাম ঃ

খ. ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা. সড়ক.................................ওয়ার্ড................................

ইউনিয়ন/পৌরসভা...............................উপজেলা..

জেলা.........................

২। **পশুর বিবরণ ঃ**

(ক) প্রজাতি- (খ) জাত- (গ) রং-

(ঘ) লিংগ- (ঙ) বয়স- (চ) ওজন- (ছ) সংখ্যা-

৩। **টিকা প্রদানের বিবরণ** ঃ

(১) প্রদত্ত টিকার নাম ঃ

(২) প্রদানের তারিখ ঃ

(৩) রোগ প্রতিষেধকের সর্বশেষ সময় ঃ

প্রত্যয়ন করিতেছি যে, পরিবহনকৃত পশু/পশুগুলি............. (রোগের নাম) প্রাদুর্ভাবের কারণে..............................এলাকা.. সংক্রমিত ঘোষণা করা হইয়াছে সেই রোগের বিরুদ্ধে পশুটি/পশুগুলিকে টিকা (টিকার নাম) প্রদান করা হইয়াছে। বোঝাইকরণের পূর্বে পশুটি/পশুগুলিকে কোন নিদানিক (Clinical) লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই এবং পশুটি/পশুগুলি পরিবহনের উপযুক্ত। প্রাণী বোঝাই করার পূর্বে যানবাহনটি............................দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হইয়াছে।

ভেটেরিনারি কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ফরম ৩

সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া পরিবহনকৃত পশুর ছাড়পত্র ঃ

[বিধি- ৭(ঞ) দ্রষ্টব্য]

১.

ক. মালিকের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

স্বামীর নাম ঃ

খ. ঠিকানা ঃ

গ্রাম/মহল্লা. সড়ক...ওয়ার্ড................................

ইউনিয়ন/পৌরসভা..................................উপজেলা.................................

জেলা.......................

২। **পশুর বিবরণ ঃ**

(ক) প্রজাতি......................(খ) জাত............................(গ) রং.......................

(ঘ) লিংগ...............(ঙ) বয়স............(চ) ওজন...............(ছ) সংখ্যা................

৩। **টিকা প্রদানের বিবরণ** ঃ....................

(১) প্রদত্ত টিকার নাম ঃ....................

(২) টিকা প্রদানের তারিখ ঃ....................

(৩) রোগ প্রতিরোধের সর্বশেষ সময় ঃ......................

পশুর সঙ্গনিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী............খামারের আলাদা শেডে..............পর্যন্ত সঙ্গনিরোধ করিতে হইবে। (সঙ্গনিরোধকালে যে এলাকা পশুটির সঙ্গনিরোধ করা হইবে সেই এলাকার ভেটেরিনারি কর্মকর্তা পশুটি পরীক্ষা করিবেন এবং এই ফরমের অপর পৃষ্ঠায় পশু পরীক্ষার বিবরণী সংরক্ষণ করিবেন)।

ভেটেরিনারি কর্মকর্তার সীল ও স্বাক্ষর

সঙ্গনিরোধ বিবরণী

পশুর বিবরণ ঃ........................

(ক) প্রজাতি......................(খ) জাত...................(গ) রং/চিহ্ন.......................

(ঘ) লিংগ...............(ঙ) বয়স............(চ) ওজন...............(ছ) সংখ্যা................

ক্রমিক নং	সঙ্গনিরোধ থাকাকালীন পশু পরীক্ষার তারিখ	পরীক্ষার ফলাফল	ভেটেরিনারি কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ফরম ৪

পোস্ট মর্টেম

[বিধি-১০ (২ ও ৩) দ্রষ্টব্য]

ক. মালিকের নাম ঃ তারিখ ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

স্বামীর নাম ঃ

খ. ঠিকানা গ্রাম/মহল্লা, সড়ক ....ওয়ার্ড.............................

ইউনিয়ন/পৌরসভা... .উপজেলা..................... ......

জেলা...

প্রজাতি ঃ

স্ত্রীঃ ( ) পুঃ ( ) বয়সঃ ( ) দেশী ঃ বিদেশী ঃ ( ) সংখ্যাঃ ( )

রং/চিহ্ন ( ) ওজন ( )

মৃত পশু পাখির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	স্বাভাবিক অবস্থা	অস্বভাবিক অবস্থা
(ক) বাহ্যিক অবস্থা		
(খ) অভ্যন্তরীণ অবস্থা		
মুখ গহ্বর		
জিহ্বা		
খাদ্যনালী		
পাকস্থলী		
ক্ষুদ্রান্ত্র		
বৃহৎ অন্ত্র		
সীকাম		
খাদ্যথলী (পাখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)		
প্রভেনট্রিকুলাস		
গিজার্ড		
নাসিকা		

মৃত পশু পাখির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	স্বাভাবিক অবস্থা	অস্বভাবিক অবস্থা
লেরিংস		
শ্বাসনালী		
ফুসফুস		
পুরা		
বাতাসের থলে		
হৃদপিন্ড		
শিরা		
ধমণী		
লিম্ফনোডস		
যকৃত		
পিওথলী		
প্লিহা		
প্যানক্রিয়াস		
টনসিল		
বারসাফেব্রিসিয়াস		
মূত্রাশয়		
মূত্রাবাহী নালী		
এড্রিনাল গ্রন্থী		
ডিম্বাশয়		
স্ত্রী জনন্দ্রীয়		
পুংজনন্দ্রীয়		
অন্ডকোষ		
উলান/স্তন		
মাংস		
টেন্ডন		
জয়েন্টস		

মৃত পশু পাখির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	স্বাভাবিক অবস্থা	অস্বভাবিক অবস্থা
মাথার খুলি		
মেরুদন্ড		
হাড়		
মস্তিস্ক		
মেনিনজেস		
স্পাইনালকর্ড		
স্নায়ু		
(গ) বিশেষ পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনা		
ব্যাকটিরিওলজী		
ভাইরোলজী		
সিরোলজী		
হিস্টোপ্যাথলজী		
রক্ত পরীক্ষা		
জৈব রসায়ন		
বিষ		
ছত্রাক		
অন্যান্য		

সম্ভাব্য রোগ নির্ণয়

ময়না তদন্তকারী ভেটেরিনারি কর্মকর্তার

নাম ও পদবী ঃ

ময়না তদন্তকারীর ভেটেরিনারি কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ও

অফিসিয়াল সিল

তারিখ ঃ

ফরম ৫

টিকা প্রদানের সনদপত্র

[বিধি-১২ দ্রষ্টব্য]

ক. মালিকের নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

স্বামীর নাম ঃ

খ. ঠিকানাঃ গ্রাম/মহল্লা, সড়ক ....ওয়ার্ড..................................

ইউনিয়ন/পৌরসভা..উপজেলা..................................

জেলা...

গ। পশুর বিবরণ

(ক) প্রজাতি (খ) জাত (গ) বয়স (ঘ) লিঙ্গঃ পুঃ/স্ত্রী (ঙ) সংখ্যা

ঘ। টিকার নাম ও প্রদানের তারিখ।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

ঙ। টিকার নাম ও প্রদানের পরবর্তী তারিখ।

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

চ। বাজারজাতকরণের উপযুক্ত/উপযুক্ত নয়।

(দপ্তরের সীল) ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

ফরম ৬

জব্দকৃত পশুর রেজিস্টার

[বিধি-১৬(১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	জব্দকরণের তারিখ	মালিকের নাম ও ঠিকানা (যদি জানা যায়)	পশুর প্রজাতি ও জাত	পশুর সংখ্যা	লিংগ	বয়স (যদি নির্ণয় করা যায়)	রং	মুক্ত করণের তারিখ	মালিক/ তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

ফরম ৭

জব্দকৃত পশুর জন্য ব্যয় রেজিস্টার

[বিধি-১৬ (১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	জব্দ-করণের তারিখ	মালিকের নাম ও ঠিকানা	পশুর প্রজাতি ও জাত	পশুর সংখ্যা	লিংগ	বয়স (যদি নির্ণয় করা যায়)	রং	খাদ্য বাবদ ব্যয়		চিকিৎসা-জনিত ব্যয়		অন্যান্য ব্যয় আইটেম উল্লেখ করুন		মোট ব্যয়	মালিক/ তত্ত্বাবধা-য়কের স্বাক্ষর	ভেটে-রিনারি কর্মকর্তার স্বাক্ষর	মোট ব্যয়
								তারিখ	খরচ	তারিখ	খরচ	তারিখ	খরচ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

স্বাক্ষর ও সীল

ফরম ৮(ক)

পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র ।
[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন),
পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ।

জনাব,

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী গবাদিপশুর শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা, গরু বা মহিষের ষাঁড়, পাঠা, দাতা গাভী, ছাগী বা অন্য দাতা পশু (নাম উল্লেখ করিতে হইবে) পালনের খামার (ব্রিডিং খামার) স্থাপনের বা অন্য পশু (নাম উল্লেখ করিতে হইবে) পালনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী । সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। ঠিকানা

(ক) স্থায়ী

(খ) বর্তমান

৩। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান/গবেষণাগারের ধরন, সংখ্যা ঃ

৪। স্থাপনকাল (স্থাপনা চলমান হলে) বা ঃ
সম্ভাব্য স্থাপনকাল (প্রতিষ্ঠানটি চলমান না হলে) ঃ

৫। প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও ঠিকানা ঃ

৬। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান কি না, হইলে চালুর তারিখ ঃ

৭। চলমান না হইলে সম্ভাব্য চালুর তারিখ ঃ

৮। লে-আউট প্লান ঃ

৯। ব্রিডিং ষাঁড়ের জাত, বয়স, জন্ম ইতিহাস ও সংখ্যা ঃ
(যেই ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয় নাই সেক্ষেত্রে সংগৃহীতব্য ষাঁড়ের বিবরণ)

১০। গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির বর্ণনা ঃ
(যে ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে সংগৃহীতব্য যন্ত্রপাতির বিবরণ)

১১। প্রতিষ্ঠানের জনবলের বর্ণনা/পরিকল্পিত জনবল কাঠামো ঃ

১২। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংস্থান ঃ

১৩। প্রতিষ্ঠানের জমি ও ভবনাদির/পরিকল্পিত নির্মাণের বর্ণনা ঃ

১৪। অন্যান্য তথ্যাদি (যদি থাকে)

স্বাক্ষর

(স্বত্বাধিকারীর নামসহ সীল)
তারিখ

প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাইবে । এলাকাধীন ভেটেরিনারি কর্মকর্তার প্রত্যয়ন আবেদনপত্র নিরীক্ষাপূর্বক আমি আবেদনপত্রটি অনুমোদন/বাতিলের সুপারিশ করছি ।

উপজেলা/মেট্রো থানার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ।
স্বাক্ষর
তারিখ

ফরম ৮(খ)

নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র ঃ
[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা/গরু বা মহিষের ষাঁড়/পাঁঠা/দাতা গাভী/ছাগী পালনের খামার (ব্রিডিং খামার) স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র।

বরাবর,

পরিচালক (সম্পসারণ),
পশুসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

জনাব,

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী গবাদিপশুর শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা/গরু বা মহিষের ষাঁড়/পাঠা/দাতা গাভী/ছাগী বা অন্য দাতা পশু (নাম উল্লেখ করতে হইবে) পালনের খামার (ব্রিডিং খামার) স্থাপনের বা অন্য পশু (নাম উল্লেখ করতে হইবে) পালনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। ঠিকানা ঃ
(ক) স্থায়ী
(খ) বর্তমান

৩। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান/গবেষণাগারের ধরন, সংখ্যা ঃ

৪। স্থাপনকাল (স্থাপনা চলমান হলে) বা সম্ভাব্য স্থাপনকাল (প্রতিষ্ঠানটি চলমান না হলে) ঃ

৫। প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও ঠিকানা ঃ

৬। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান কি না, হইলে চালুর তারিখ ঃ

৭। চলমান না হইলে সম্ভাব্য চালুর তারিখ ঃ

৮। লে-আউট নকশার প্লান (সংযুক্ত) ঃ

৯। ব্রিডিং ষাঁড়ের জাত, বয়স, জন্ম ইতিহাস ও সংখ্যা ঃ

১০। গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির বর্ণনা ঃ
(যে ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয় নাই সেক্ষেত্রে সংগৃহীতব্য যন্ত্রপাতির বিবরণ)

১১। প্রতিষ্ঠানের জনবলের বর্ণনা/পরিকল্পিত জনবল কাঠামো ঃ

১২। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংস্থান ঃ

১৩। প্রতিষ্ঠানের জমি ও ভবনাদির/পরিকল্পিত নির্মাণের বর্ণনা ঃ

১৪। অন্যান্য তথ্যাদি (যদি থাকে) ঃ

স্বাক্ষর
তারিখ

(স্বত্বাধিকারীর নামসহ সীল)

................................সহকারী পরিচালক এর প্রত্যয়ন-
উপরোক্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ সঠিক
উক্ত বিবরণী পরীক্ষান্তে তাহার আবেদন সুপারিশ করা হইল/করা হইল না।

স্বাক্ষর
তারিখ

ফরম ৮(গ)

গ্রান্ড গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক/গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র
[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

মহাপরিচালক,
পশুসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক,
ফার্মগেট, ঢাকা।

জনাব,

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী হাঁস-মুরগির গ্যারেন্ট প্যারেন্ট স্টক/প্যারেন্ট স্টক, খামার স্থাপন পরিচালনা করতে আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ক. **আবেদনকারীর তথ্য ঃ**

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। ঠিকানা ঃ

(ক) স্থায়ী ঃ

(খ) বর্তমান ঃ

৩। খামারের তথ্য-চলমান হইলে বিদ্যমান স্থাপনে ইচ্ছুক হইলে পরিকল্পনা মাফিক তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

৪। মুরগির সংখ্যা ঃ

৫। স্থাপনকাল (স্থাপনা চলমান হলে) বা
সম্ভাব্য স্থাপনকাল (প্রতিষ্ঠানটি চলমান না হলে) ঃ

৬। অবস্থান ও ঠিকানা ঃ

৭। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান কি না, হইলে চালুর তারিখ ঃ

৮। চলমান না হইলে সম্ভাব্য চালুর তারিখ ঃ

৯। লে-আউট প্লান (সংযুক্ত) ঃ
(যে ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয় নাই সেক্ষেত্রে সংগৃহীতব্য বিবরণ)

১০। হাঁস-মুরগির জাত ঃ

১১। ইনকিউবেটরের সংখ্যা ঃ

(ক) সেটার

(খ) হ্যাচার

১২। পরিকল্পিত জনবল কাঠামো ঃ

১৩। পরিকল্পিত নির্মাণের বর্ণনা ঃ

১৪। বাচ্চা উৎপাদনের পরিমাণ ঃ

১৫। বিদ্যুতের উৎস ও পরিমাণ ঃ

১৬। সার্বক্ষণিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অবস্থা ঃ

১৭। বায়োসিকিউরিটির শর্তাবলী অনুসরণ করা হয়েছে কি না ঃ-হ্যাঁ/না

১৮। রোগের তথ্যের সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ
(স্বত্বাধিকারীর নামসহ সীল)

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার প্রত্যয়ন

ফরম ৮(ঘ)

হাঁস-মুরগীর প্যারেন্ট স্টক/বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র
[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,
জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা,
....
....

জনাব,

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী হাঁস-মুরগির প্যারেন্ট স্টক/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও পরিচালনা করতে আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। ঠিকানা ঃ
(ক) স্থায়ী
(খ) বর্তমান

৩। হাঁস-মুরগির সংখ্যা ঃ

৪। স্থাপনকাল (স্থাপনা চলমান হলে) বা সম্ভাব্য স্থাপনকাল (প্রতিষ্ঠানটি চলমান না হলে) ঃ

৫। খামারের অবস্থান ও ঠিকানা ঃ

৬। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান কি না, হইলে চালুর তারিখ ঃ

৭। চলমান না হইলে সম্ভাব্য চালুর তারিখ ঃ

৮। লে-আউট প্লান ঃ

৯। খামারের ধরন ঃ
(ক)হাঁসের খামার (খ) প্যারেন্ট স্টক (গ) ব্রয়লার (ঘ) লেয়ার
(ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)।

১০। জনবল কাঠামো ঃ

১১। পরিকল্পিত নির্মাণের বর্ণনা ঃ

১২। বায়োসিকিউরিটির শর্তাবলী অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ঃ-হ্যাঁ/না

১৩। রোগের রেকর্ড সংরক্ষণের পদ্ধতি ঃ

১৪। বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থাপনার ধরন ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

(স্বত্বাধিকারীর নামসহ সীল)

প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাইবে। এলাকাধীন ভেটেরিনারি কর্মকর্তার প্রত্যয়ন আবেদনপত্র নিরীক্ষাপূর্বক আমি আবেদনপত্রটি অনুমোদন/বাতিলের সুপারিশ করছি।

স্বাক্ষর

উপজেলা/মেট্রোথানার ক্ষমাতাপ্রাপ্ত-প্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা।
তারিখ

ফরম ৮(ঙ)

বেসরকারী পশু রোগ নির্ণয় গবেষণাগারের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র
[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,
পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন),
পশুসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক,
ফার্মগেট, ঢাকা।

বিষয় **পশু রোগ নির্ণয় গবেষণাগারের রেজিস্ট্রেশন প্রদান প্রসঙ্গে।**

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী একটি পশু রোগ নির্ণয় গবেষণাগার স্থাপনে ও পরিচালনায় আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১। আবেদনকারী নাম ঃ

২। ঠিকানা ঃ

৩। গবেষণাগারের বিবরণী ঃ চলমান বিদ্যামান এবং স্থাপনের ইচ্ছুক হইলে পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

(ক) জমির পরিমাণ
(খ) স্থান
(গ) অবকাঠামো ঃ
  (১) সীমানা প্রাচীর.....................
  (২) ভবনের বিবরণী —
    (অ) অফিস কক্ষ
    (আ) মাইক্রোবায়োলজি সেকশন
    (ই) প্যারাসাইটোলজিক্যাল সেকশন
    (ঈ) পোস্টমর্টেম রুম
    (উ) গুদাম ঘর
    (ঊ) ওয়াশিং রুম
    (ঋ) মিডিয়া তৈরির রুম
(ঘ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধাদি ইনসিনেরেটরসহ
(ঙ) রোগ নির্ণয় সুবিধাদি ঃ
  (১) মাইক্রোস্কপ (প্রকার সহ)
  (২) কালচার মিডিয়া ঃ (শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করুন)
  (৩) সিরোলজিক্যাল পরীক্ষা
  (৪) বিশেষায়িত পরীক্ষা যেমন ঃ এলাইজা, সিএফ টেস্ট, এইচ আই টেস্ট
  (৫) ল্যাবরেটরিতে এনিমালে পরীক্ষার সুবিধা
(চ) জনবল সংখ্যা ঃ
  (১) ল্যাবরেটরি ভেটেরিনারিয়ান
  (২) ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান
  (৩) ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট
(ছ) ল্যাবরেটরির বায়োসেফটি মাত্রা ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ

(স্বত্বাধিকারীর নামসহ সীল)

ফরম ৮ (চ)

বেসরকারী পশু হাসপাতালের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র
[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,
পরিচালক (পশুস্বাস্থ্য ও প্রশাসন),
পশুসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক,
ফার্মগেট, ঢাকা ।

বিষয় ঃ **পশু হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন প্রদান প্রসংগে ।**

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী একটি পশু হাসপাতাল স্থাপনে ও পরিচালনায় আগ্রহী । সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারী নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

১ । আবেদনকারীর নাম—

২ । ঠিকানা—

৩ । হাসপাতালের বিবরণী ঃ

ক. জমি পরিমাণ—

খ. স্থান—

গ । অবকাঠামো ঃ চলমান হইলে বিদ্যমান এবং স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে পরিকল্পনা অনুযায়ী আগের ন্যায় তথ্য প্রদান করিতে হইবে ।

১. সীমানা প্রাচীর............................

২. বায়ু চলাচলের সুবিধা সম্মলিত দালানের বিবরণী—

অ. অফিস কক্ষ —

আ. চিকিৎসকের কক্ষ —

ই. কর্মচারীর কক্ষ —

ঈ ঔষধ সরবরাহের প্রস্তুত কক্ষ—

উ. বহিঃ বিভাগ—

ঊ গুদাম ঘর —

ঋ. অস্ত্রপচার কক্ষ —

এ. অস্ত্রপচার পরবর্তী কক্ষ —

ঘ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধাদি —

ঙ. চিকিৎসার সুবিধাদি—

১. জরুরী চিকিৎসার যানবাহন

২. জীবনরক্ষাকারী ঔষধ

৪. অস্ত্রপচারের যন্ত্রপাতি স্টেরিলাইজারসহ

৫. মলমূত্র পরীক্ষার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র ।

ঘ. জনবল

১. ভেটেরিনারি সার্জন সংখ্যা — ।

২. প্রশিক্ষিত কম্পাউন্ডার সংখ্যা — ।

৩. অফিস সহকারী সংখ্যা — ।

৪. পশু রক্ষক (এনিম্যাল এটেনডেন্ট) সংখ্যা— ।

৫. ঝাড়ুদার সংখ্যা — ।

চ. পশু অপসারণের সুবিধাদি — ।

(স্বত্বাধিকারীর নামসহ সীল)

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার প্রত্যায়ন ।

ফরম ৮ (ছ)

গরু/মহিষ/ছাগল/ভেড়া সহ বিভিন্ন রোমন্থক পশুর বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা,
....
.... ।

জনাব,

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী গরু /মহিষ/ ছাগল/ ভেড়া সহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্থাপন পরিচালনা করতে আগ্রহী । সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারী নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। ঠিকানা ঃ

(ক) স্থায়ী

(খ) বর্তমান

৩। গরু /মহিষ/ ছাগল/ ভেড়ার সংখ্যা ঃ

৪। স্থাপনকাল (স্থাপনা চলমান হলে) বা সম্ভাব্য
স্থাপনকাল (প্রতিষ্ঠানটি চলমান না হলে) ঃ

৫। খামারের অবস্থান ও ঠিকানা ঃ

৬। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান কি না, হইলে চালুর তারিখ ঃ

৭। চলমান না হইলে সম্ভাব্য চালুর তারিখ ঃ

৮। লে-আউট প্লান ঃ

(যে ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা হয় নাই সেক্ষেত্রে সংগৃহীতব্য ষাঁড়ের বিবরণ) ঃ

৯। খামারের ধরণ ঃ

(ক) গরুর খামার (ডেইরী/মাংস) (খ) মহিষের খামার (গ) ছাগলের খামার ঃ

(ঘ) ভেড়ার খামার (ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে) ।

১১। জনবল কাঠামো ঃ

১২। নির্মাণ ঃ

১৩। পরিকল্পিত নির্মাণের বর্ণনা ঃ

১৪। বায়োসিকিউরিটির ব্যবস্থার ধরন— ঃ

১৫। রোগের রেকর্ড সংরক্ষণের পদ্ধতি ঃ

১৫। বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থাপনার ধরন ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

ফরম ৮ (জ)

কৃত্রিম প্রজনন কার্যে ব্যবহারের ষাঁড়ের প্রজনন স্বাস্থ্য উপযুক্তার (Breed Soundness) অনুমোদন ফরম ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

কেন্দ্রের নাম ঃ
নাম/পরিচিতি/মাইক্রোচিপে সংরক্ষিত ষাঁড়ের নম্বর—
জাত —
জন্মের তারিখ—
নিবন্ধীকরণ নং—
কৃত্রিম প্রজনন কোড—
কেন্দ্রে পরীক্ষা—(সংগনিরোধের প্রথম দিন)
সাধারণ স্বাস্থ্য অণ্ড কোষ
পুরুষ যৌনাংগ আনুষঙ্গিক গ্রন্থি—
বংশগত ত্রুটি—
পরীক্ষার তারিখ—
মন্তব্য... ।

২.

নিয়মিত পরীক্ষা (১ মাসের মধ্যে সিমেন সংগ্রহ)	ফলাফল
যক্ষা (Tuberculosis) চামড়ায় ইনজেকশনের তাং— পর্যবেক্ষণ (পরীক্ষার) তাং—	
ব্রুসেলোসিল (Brucellosis) সিএফটি (CFT)/ ইলাইজা (ELISA)	
ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis) পুরুষ যৌনাংগের পর্দা (Sheath) এক সপ্তাহ অন্তর তিনবার ধৌতকরণ ১ম ধৌতকরণের তাং— ২য় ধৌতকরণের তাং— ৩য় ধৌতকরণের তাং—	

ক্যামপাইলো ব্যাকটেরিওসিস (Campylobacteriosis) পুরুষ যৌনাংগের পর্দা (Sheath) এক সপ্তাহ অন্তর তিনবার ধৌতকরণ ১ম ধৌতকরণের তাং— ২য় ধৌতকরণের তাং— ৩য় ধৌতকরণের তাং—	
ল্যাপটোস্পারোসিস (Leptospirosis) এম এ টি ((MAT)	
সিমেনের মূল্যায়ন বাহ্যিক পরিমাণ— ঘনত্ব— রং— তারিখ ঃ	

অণুবীক্ষণিক নড়াচড়ার ক্ষমতা ঃ নিউট্রোফিল ঃ অস্বাভাবিকতার শতকরা হার ঃ তারিখ ঃ	

৪. নিদানিক পরীক্ষা (সঙ্গনিরোধের শেষ দিন)

১নং এর অনুরূপ

ফলাফল ঃ

মন্তব্য ঃ

৫. প্রত্যয়ন (বেসরকারী ভেটেরিনারিয়ান)

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আমার জানামতে উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য ও সঠিক। আমি .... তারিখ .... টায় নিদানিক পরীক্ষা করিয়াছি এবং বর্ণিত ষাঁড়টি পরীক্ষায় সুস্থ ও যে সমস্ত রোগে গবাদিপশু আক্রান্ত হয় তাহা হইতে মুক্ত।

স্বাক্ষর তারিখ

নাম বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর-

৬. সরকারী ভেটেরিনারিয়ানের পৃষ্ঠাংকন ঃ

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ভেটেরিনারি অফিসার বেসরকারী ভেটেরিনারিয়ানের সনদপত্রে উল্লিখিত ষাঁড়টি কৃত্রিম প্রজননের জন্য সীমেন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত ব্যবহারের সুপারিশ করিতেছি/বর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করার মতামত ব্যক্ত করিতেছি।

স্বাক্ষর তারিখ

নাম অফিসিয়াল সীল

ফরম ৮(ঝ)

বেসরকারী সাপ/কুমির-এর বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদন পত্র।

[বিধি -১৮ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

মহা-পরিচালক,
পশুসম্পদ অধিদপ্তর,
কৃষি খামার সড়ক,
ফার্মগেট, ঢাকা।

জনাব,

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/কোম্পানী সাপ/কুমির-এর বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও পরিচালনা করিতে আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা ও শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ক. আবেদনকারীর তথ্য

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। ঠিকানা ঃ

(ক) স্থায়ী

(খ) বর্তমান

খ. খামারের তথ্য- চলমান হইলে বিদ্যমান স্থাপনে ইচ্ছুক হইলে পরিকল্পনামাফিক তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

৩। সাপ/কুমিরের সংখ্যা ঃ

৪। স্থাপন কাল (স্থাপনা চলমান হলে) বা সম্ভাব্য স্থাপন কাল (প্রতিস্থানটি চলমান না হলে) ঃ

৫। খামারের অবস্থান ও ঠিকানা ঃ

৬। বর্তমানে কার্যক্রম চলমান কি না, হইলে চালুর তারিখ ঃ

৭। চলমান না হইলে সম্ভাব্য চালুর তারিখ ঃ

৮। লে আউট প্লান (সংযুক্ত) ঃ

৯। খামারের ধরন ঃ

(ক) সাপের খামার (খ) কুমিরের খামার

১০। জনবল কাঠামো ঃ

১১। পরিকল্পিত নির্মাণের বর্ণনা ঃ

১২। বায়োসিকিউরিটির ধরন ঃ

১৩। রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ

১৪। বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থাপনার ধরন ঃ

১৫। খামারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ ঃ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার প্রত্যয়ন

ফরম ৯

নিবন্ধন সনদপত্র ঃ

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধন নং .... তারিখ ....

জনাব/মেসার্স ....এর ....তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ....কে ....স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিবন্ধন প্রদান করা হইল।

এই নিবন্ধনের মেয়াদ .... তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে এবং প্রতি বৎসর ৩১ মার্চের মধ্যে নবায়ন করিতে হইবে।

নিবন্ধন প্রদানকারী ভেটেরিনারি কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল

তারিখ ঃ (দাপ্তরিক সীল)

নবায়ন
তারিখ ও
কর্মকর্তার স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস
উপ-সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd